تزكية الغفار

তাযকিয়াতুল গাফ্‌ফার

শায়খুল মাশায়েখ ওয়াল আলম আরেফ বিল্লাহ আল্লামা

শাহ আব্দুল গাফ্‌ফার দা: বা:

খলিফা : শায়খুল আরব ওয়াল আযম শাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রহ.

যাঁর আজীমুশ-শান রুহানী ফয়েয ও বরকত থেকে পাওয়া
এই আমলসমূহ

তাযকিয়াতুল গাফফার

('খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস' সংযুক্ত)

শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ, আল্লামা

শাহ আবদুল গাফফার দা. বা.

খলিফা :

শায়খুল আরব ওয়াল আযম আরেফ-বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার রহ.

শাইখুল হাদিস ও প্রধান মুফতী :

বাইতুল উলূম ঢালকানগর, ঢাকা

প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম, শাইখুল হাদিস ও প্রধান মুফতী :

কাসিমুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা, নগরকান্দা, ফরিদপুর

সংকলক

আহকার **শিহাবুদ্দীন আহমাদ** উফিয়া আনহু

শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ
শাহ আবদুল গাফফার দা.বা. এর অধম খাদেম ও ছাত্র।

সম্পাদনা

আল্লামা খলিলুর রহমান কাসেমী দা. বা.

শায়খুল হাদিস ও শিক্ষা সচিব :

জামিয়া ইসলামিয়া হাফিজুল উলূম, ইসলামপুর, ধামরাই, ঢাকা।

আল্লামা নূর মুহাম্মাদ ইসলামাবাদী দা. বা.

মুফাসসির ও সিনিয়র মুহাদ্দিস :

জামিয়া ইসলামিয়া হাফিজুল উলূম, ইসলামপুর, ধামরাই, ঢাকা।

আলীজাহ মুহাম্মাদ সামানীন

উস্তাযুল ফিকহ ও মুঈনে মুফতি :

মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়া, ধামরাই, ঢাকা।

উস্তাযুল হাদীসিশ শরীফ :

কাসিমুল উলুম মহিলা মাদরাসা, মোকামটোলা, ধামরাই ঢাকা।

সহযোগিতায়

আযহারুল ইসলাম দা. বা.

মুহাদ্দিস : কাসিমুল উলূম ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নগরকান্দা, ফরিদপুর

প্রথম প্রকাশ :
৮ জুমাদাল উলা ১৪৪৪ হি.
৩ ডিসেম্বর ২০২২ ঈ.

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মুদ্রণ ও বাঁধাই : পরিধি (০১৯৯০ ৮০ ২৪ ৮১)

গ্রন্থস্বত্ব : সংকলক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, পরিধি, ওয়াফিলাইফ, বইফেরী, আমার বই ডট কম

নির্ধারিত মূল্য : ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা)

প্রাপ্তিস্থান :

মাদরাসা বাইতুল উলুম, ঢালকানগর, ঢাকা

ফোন : ০১৭১৫ ৫৪ ৭২ ০৯

কাসিমুল উলুম ইসলামিয়া মাদরাসা, নগরকান্দা, ফরিদপুর

ফোন : ০১৭৩৫ ৪৫ ১৩ ৯৪

মারকাযুল ফিকহিল ইসলামী, উত্তরা, ঢাকা

ফোন : ০১৭৯৮ ১২ ১৭ ৫৬

জামিয়া ইবনে সালাহ দারুল উলুম, নিকলী, কিশোরগঞ্জ

ফোন : ০১৮১১ ২৬ ২৪ ৮৩, ০১৬১১ ৩৩ ৯৩ ৪৩

জামিয়া রহিমিয়া দারুল উলুম, নিকলী, কিশোরগঞ্জ

ফোন : ০১৭১৩ ৪৭ ৬২ ৬১, ০১৯১১ ৩৬ ০১ ৩১

পুনরায় প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৪ ০১২ ০১২ ৪৩, ০১৪ ০১২ ০১২ ৩৫

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন, বাংলাবাজার/হাটহাজারী

০১৯৭৯ ৭৬ ৪৯ ২৬/০১৭৮৯ ৮৭ ৩৬ ৭৯

সংকলকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি বিশ্বজগতের একমাত্র রব।

দরুদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়িদুনা ওয়া নাবিয়্যুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ ও বংশরধরগণ এবং সকল অনুসারীদের উপর।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন: "যারা স্বীয় নফছের এছলাহ্ ও সংশোধন করে নিয়েছে, নিশ্চয় তারা কামিয়াব হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যারা নফছকে পাপের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় তারা ব্যর্থকাম ও বরবাদ হয়ে গেছে।"

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন : "নিশ্চয় মানুষের কলবে জং পড়ে, যেভাবে পানি লেগে লোহার মধ্যে জং পড়ে।"

অতএব, সমস্ত মুসলমানের, বিশেষ করে তরীকতপন্থী ও ছালেকীনের প্রধানতম কর্তব্য হলো, কলবকে সর্ব প্রকার কুস্বভাব-কুচরিত্রের ময়লা থেকে পাক-পবিত্র করা এবং ভালো চরিত্র ও ভালো গুণাবলী অর্জন করার জন্য অনবরত চেষ্টা-সাধনায় লেগে থাকা। হাজারো যিকির-আযকার এবং ওযীফা আদায় করলেও প্রকৃত মহব্বত ও মা'রেফাত হাসিল হবে না

যতক্ষণ না আমরা গুনাহ সমূহ ত্যাগ করব, যতক্ষণ না ভিতরের কুচরিত্রগুলো সংশোধন করে নিব। ময়লাভরা আয়নায় যেমন চেহারা দেখা যায় না, তদ্রূপ, ময়লাযুক্ত অন্তরে আল্লাহর নূর ও তাজাল্লী বর্ষে না, মা'রেফাত-মহব্বত আসে না। আত্মার বহু ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক ব্যাধি হলো কিবির বা অহংকার। আল্লাহর মহব্বত-মা'রেফাতের পথে, এক কথায় আল্লাহকে পাওয়ার পথে এই ব্যাধি সবচেয়ে বড় বাধা। আল্লাহর ওলীগণ এই ব্যাধির ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকেন। অহংকারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হামলা অনেক বড়-বড় মানুষেরও সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়, অনেক বড় সম্বলওয়ালাকেও সর্বহারা বানিয়ে ছাড়ে। তাই, অনতিবিলম্বে এর চিকিৎসা করা জরুরী। বুযুর্গানে দ্বীন বিভিন্ন ভাবে বিশেষ করে সোহবত ও যিকিরের দ্বারা এর চিকিৎসা করে থাকেন ।

আল্লাহর যিকির অর্থ আল্লাহকে স্মরণ করা। প্রকৃত অর্থে তাঁর প্রতিটি হুকুমের বাস্তবায়নই তাঁর যিকির। তাছাড়া যত ওযীফা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো পাঠ করা। সবই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত । ইরশাদ হচ্ছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। (সুরা আহযাব : ৪১, ৪২)

আয়াতের উদ্দেশ্য হল- তোমরা ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করার পর খুব বেশী আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাক। প্রতিটি

মুহূর্ত যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণে অতিবাহিত হয়। একটি মূহূর্তও যেন তার স্মরণ ব্যতীত অতিবাহিত না হয় । বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে সর্বদা লিপ্ত থাকে তখন আল্লাহর রহমত ও সাহায্য তার সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

অর্থ: সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে আমার দয়া ও রহমতের সাথে স্মরণ করব। - সুরা বাকারা- ১৫২

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে যে-সকল দামী দামী দোআ-কালাম নাযিল করেছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যে-সকল অতি উপকারী আমল বলে গিয়েছেন, সেগুলোর পাশাপাশি আমার মহামান্য পীর ও মোর্শেদ, মোর্শেদে-কামেল-মোকাম্মেল, বিখ্যাত বুযুর্গ শাইখুল হাদিস-শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ, আল্লামা মুফতী **শাহ আবদুল গাফফার** ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর আজীমুশ-শান রুহানী ফয়েয ও বরকত থেকে পাওয়া আমল সমূহ একত্রিত করে বক্ষমান এই ছোট কিতাবখানা সাজানোর চেষ্টা করেছি।

পাঠক যদি কোন অস্পষ্টতা অনুভব করেন তাহলে মেহেরবানী করে নিজে কোন হক্কানি রব্বানী আলেমে দ্বীনের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার বিশেষ অনুরোধ রইল।

অত্র গ্রন্থের প্রতিটি বাক্যের উপর শত ব্যস্ততার মাঝেও

একাধিক হক্কানি রব্বানি মুহাক্কিক মুদাক্কিক ও মাথার মুকুট আলেমে দ্বীন নজর বুলিয়ে দিয়েছেন বিশেষ করে আমার মহামান্য পীর ও মোর্শেদ শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ, **শাহ আবদুল গাফফার** ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম । এই মুহূর্তে তাদের কৃতজ্ঞতা আদায়ের কোন ভাষা আমার কাছে নেই। আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে এর প্রতিদান দিবেন। যে যেভাবে অত্র গ্রন্থের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

যেহেতু ইহা একটি ওযীফার কিতাব, তাই অতি উপকারী বিবেচনায় আরও কয়েকটি মূল্যবান আমল বর্ধিত করা হলো। আল্লাহপাক গ্রন্থখানাকে কবুল করুন এবং দো-জাহানে আমাদের শান্তি ও নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

—আহকার **শিহাবুদ্দীন আহমাদ** উফিয়া আনহু
ধামরাই, ঢাকা
shihabuddinahmed194@gmail.com
৮ জুমাদাল উলা ১৪৪৪ হি.
৩ ডিসেম্বর ২০২২ ঈ.

কেন যিকির করব?

নামায যেমন ইবাদত, রোজা যেমন ইবাদত, কুরআন তিলায়াত যেমন ইবাদত, সামর্থ্য থাকলে দান করা যেমন ইবাদত, তাবলীগ যেমন ইবাদত, যিকিরও তেমনি ইবাদত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে যিকির করার কথা বলেছেন।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

অর্থ: নিজের রবের দিকে মনোনিবেশ করুন। (আলাম নাশরহ, আয়াত : ৮)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

অর্থ: অধিকহারে তোমার রবকে স্মরণ করবে। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। (আলে ইমরান, আয়াত - ৪১)

একই নির্দেশ সূরা রুমের ১৭ নং আয়াতে,সূরা আহযাবের ৪২ নং আয়াতে এবং সূরা গাফিরের (মুমিন) ৫৫ নং আয়াতে ও উল্লেখ করা হয়েছে।

যিকিরের সাথে করণীয়

আমরা সবাই শান্তি চাই। সেটা যেভাবেই হোক। শান্তি কোন পণ্য না যে আমি টাকা দিয়ে কিনে ফেলব, না কোন ক্ষমতা দিয়ে অর্জন করে নিবো। শান্তি তো আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রদত্ত বিশেষ উপহার। তার বিশেষ বান্দাদেরকে যা তিনি খুশি হয়ে দিয়ে থাকেন। আর সেটা শুধুমাত্র দিয়ে থাকেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরহামুর রাহিমীন তার একমাত্র দ্বীনের আনুগত্যের মাধ্যমে। আর দ্বীনের বাহিরে শুধু অশান্তি আর অশান্তি। সব সম্পর্কের মাঝে অশান্তি। সেটা বাবা ছেলে হোক, মা ছেলে হোক, বাবা মেয়ে হোক, মা মেয়ে হোক, ভাই ভাই হোক, ভাই বোন হোক। শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক, ধনী হোক আর গরিব হোক, নারী হোক আর পুরুষ হোক, শহরে হোক কিংবা গ্রামে হোক।

আমার প্রাণপ্রিয় শায়েখ, শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ, শাহ আব্দুল গাফফার দা.বা. বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজে বলেন,

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

অর্থ: আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী কে আছে? (নিসা, আয়াত - ৮৭)

কেউ নাই। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। আমার হযরত বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন

বলছেন, হে দুনিয়াবাসি! দিলের কান দিয়ে শুনো। ভালো করে শুনো। শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের যিকিরের মধ্যেই শান্তি নিহিত আছে। আমার হযরত, শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ, শাহ আব্দুল গাফফার দা.বা. বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজে বলেন,

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থ: জেনে রেখ,আল্লাহর যিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়। (রদ, - ২৮)

তাহলে এখন কথা হল, যিকির তো করি কিন্তু দিল তো শান্ত হয়না। তাহলে এখন কী করা?

আমার হযরত শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম আরেফ-বিল্লাহ শাহ আব্দুল গাফফার দা.বা. খুব সহজভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন একটা সহজ উদাহারণ দিয়ে। কোন রোগী খুব ভাল একজন ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশানে কিছু ঔষধ লিখে দিল। এখন রোগীর দায়িত্ব হল, সেই প্রেসক্রিপশানের ঔষধ কিনে খাওয়া। এখানে দুইটা জিনিস গোপন। এক নাম্বার হল, যে ঔষধ ডাক্তার খেতে বলছেন সে ঔষধের মধ্যে সব উপাদান থাকতে হবে। আর দুই নাম্বার হল, সব ঔষধ নিয়মিত

খেতে হবে। ঠিক তেমনি যিকিরেরও সব উপাদান থাকতে হবে আর নিয়মিত যিকির করতে হবে।

আমার হযরত বলেন, যিকিরের উপাদান হল, (ক) আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কিছু করণীয় ও বর্জনীয় কাজ পালন করা। (খ) নিয়মিত যিকির করা ।

আমার হযরত, শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ, শাহ আব্দুল গাফফার দা.বা. বলেন, যিকির তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন, (১) জবানের যিকির। (২) দিলের যিকির।ম (৩) আমলের যিকির।

জবানের করণীয় যিকির

স্বাভাবিক ভাবে আমরা যেসব যিকির করে থাকি, যেমন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, দুরুদ শরিফ, ইস্তিগফার, এমনিভাবে কুরআন তিলাওয়াত, দ্বীনী কিতাব পড়া-পড়ানো, বয়ান করা, দ্বীনী আলোচনা করা। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের যে কোন হ্যাঁ সূচক বিধানের আমল করা। এগুলো সবই জবানের যিকির । আমার হযরত বলেন, দৈনিক কমপক্ষে ১০০বার গুনগু ন করে বলা যে, 'আমার আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমার সামনে আছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাকে দেখছেন।' এর দ্বারা সর্বাবস্থায় সব

ধরনের গুনাহ থেকে বাঁচা যায়। কী আজীব ইলহামি দোয়া! যা শুধু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অলিদের মুবারক যবান থেকেই পাওয়া যায়।

জবানের বর্জনীয় যিকির

মিথ্যা বলা, গীবত করা, গালি দেওয়া, কটু কথা বলা, অহেতুক কথা বলা, অপবাদ দেওয়া।

তুমি যে-ই হও না কেনো, তোমার শাস্তি হবে। তো হযরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার শাস্তি আর তাদের অপরাধ হিসাব করা হবে। হিসাব করে যদি দেখা যায় যে, তোমার শাস্তি আর তাদের অপরাধ বরাবর, সমান সমান, বাড়তিও না ঘাটতিও না, তাহলে বরাবর হয়ে যাবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধ থেকে কম হয়, তাহলে ওইটুকু তুমি তাদের উপর দয়া করেছ। আর তুমি যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বান্দার উপর দয়া করেছ আল্লাহ রব্বুল আলামীনও তোমার উপর দয়া করবেন। আর যদি (খোদা নাখাস্তা!) তোমার শাস্তিটা বেশী হয়, তাহলে তোমার থেকে কিসাস (বদলা) নেওয়া হবে। আরে ভাই! দুনিয়ার কিসাস (বদলা) তো সহজ! কিন্তু আখেরাতের কিসাস (বদলা) বড় মারাত্মক!

দিলের করণীয় যিকির

সর্বদা দিলের ভিতর আল্লাহ রব্বুল আলামীনর ভয় আর মহব্বত রাখা। আমার হযরত একবার বলছিলেন, বনি ইসরাইলের বারছিছা সত্তর বছর নেকির কাজ করেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন মাফ করুন। এরপর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে একটি মেয়ের প্রতি কুদৃষ্টি করেছে। এরপর মেয়ের সাথে গল্প করেছে। তারপর মেয়ের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে এবং মেয়েটির পেটে সন্তানও এসে গেছে। এখন যেন নিজের বদনাম না হয়, সে জন্য শয়তানের ধোঁকায় ঐ গর্ভবতী মেয়েটিকে হত্যা করেছে। হত্যা করে তাকে মাটিতে দাফন করেছে। পরে শয়তান আবার তা প্রকাশ করে দিয়েছে। যার কারণে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল ফাঁসি দেয়ার জন্য। এখন শয়তান বলে, তুমি যদি আমার একটা কথা শোন তাহলে তোমাকে এই ফাঁসি থেকে মুক্তি দিয়ে দিব। তুমি যদি আমাকে সিজদা কর, তাহলে তোমাকে এই ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাব। এখন এই শেষ মুহূর্তে বারছিছা শয়তানকে সিজদা করল। নাউযুবিল্লাহ! পরে তার ফাসিও হয়ে গিয়েছে । (তাফসীরে রুহুল মা'আনি ১০/১২১)

এইজন্য ভাই সবসময় এটা স্মরণ রাখা যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাকে দেখছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমার সাথে আছেন। তখন দিলের ভিতর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ভয় আর মহব্বত সহজে পয়দা হয়। নফসের ধোঁকা, শয়তানের ধোঁকা কিছুই আর আমাকে কোন গুনাহ করাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ্।

দিলের বর্জনীয় যিকির

আমার হযরত বলেন, সব ধরনের শিরিক, কুফর, হিংসা, লোভ, নিজেকে ভাল মনে করা, নিজেকে বড় মনে করা, নিজেকে দামি মনে করা, নিজেকে জাননে ওয়ালা মনে করা, খোদ-পছন্দী, অন্যকে ছোট মনে করা, অন্যকে খারাপ মনে করা, অন্যের দোষ তালাশ করা। (এসব দিলেন বর্জনীয় যিকির)

কোন কথা যখন বলা হয়, তখন মনে যদি এই খেয়াল আসে যে, আমার কথার দ্বারা মানুষ যেন বুঝে, আমার কথা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যেন বুঝতে পারে যে, আমি খুব বুদ্ধিমান, এমন কি লোকে যেন বুঝতে পারে, আমি খুব বুজুর্গ, অনেক সময় এটা মনে হয় যে, সবাই আমার কথাটাই গুরুত্ব দিক। অন্যের ভালোর কথা শুনলে, দেখলে দিলে কষ্ট হয়, সহ্য হয় না। আমার ছেলে, আমার

মেয়ে, আমার বিবি, আমার স্বামী, আমার কর্মচারী, আমার ভাই, আমার বোন, আমার বাবা, আমার মা, (এদের কেউ) আমার মনের মত হল না, কাজটা আমার মনের মত হল না, অমুকের মত ব্যক্তি আমাকে এমন কথা বলতে পারল! মানুষে কী বলবে! এখনকার সময়ে আর ধর্মের সবকিছু মেনে চলা যাবে না, সবাই যেভাবে চলে আমাকেও এভাবেই চলতে হবে, না হলে লোকে কী বলবে! ধর্মে তো অনেক কিছুই আছে! সব মানা যাবে না! সমাজের সবার মত চলতে হবে। এগুলো দিলের বর্জনীয় কাজ ।

আমলী (হ্যাঁ সূচক যিকির)

আমার দাদা হযরত, শাইখুল আরব ওয়াল আযম, আরেফ-বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার (রহঃ) বলতেন, দেখো! বুখারি শরিফে হাদীস এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ

অর্থ : যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের) মাঝের অঙ্গ তথা জিহ্বা এবং তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ তথা লজ্জাস্থানের (সৎব্যবহারের) গ্যারান্টি দিবে, আমি তার জান্নাতের জন্য যামীন হব। (বুখারি - ৬৪৭৪)

এখন প্রশ্ন হয় যে, একজন লোক শুধু যবানের হেফাজত করল। নামাযও পড়লো না, রোযাও রাখলো না, হজ্জও করলো না, পর্দায়ও থাকলো না, হালাল-হারামও বেছে চললো না, এখন এই লোকটারও কি জান্নাতের গ্যারান্টি? আমার হযরত খুব সহজ সুন্দর একটি উত্তর দিলেন যে, এই দুইটার হেফাযত যে করবে, সে বাকি সবগুলো ইবাদাত অবশ্যই পালন করবে। কারন, যে কঠিন কাজটা করতে পারে সে সহজ কাজগুলোও অবশ্যই করতে পারে। আমার দাদা হযরত, শাইখুল আরব ওয়াল আযম, আরেফ-বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার (রহঃ) খুব সহজ সুন্দর একটা উত্তর দিলেন। তিনি বলেন, দেখো! এই গ্যারান্টি তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বন্ধু দিয়েছেন। তিনি কোন কয়েদ (শর্ত) লাগাননি। তো, যে ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ভরসা করে এই দুই গুনাহ থেকে বাঁচবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর হাবিবের গ্যারান্টিকে ঠিক রাখার জন্য সে লোকটার জান্নাতে যেতে যত আমলের দরকার, নিজ কুদরত ব্যবহার করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে সমস্ত আমলের তাওফীক দিয়ে দিবেন। এমনিভাবে সৎ সঙ্গ অবলম্বনকারীকেও তাওফীক দিবেন।

আমলী (না সূচক যিকির)

আমার হযরত, শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ শাহ আব্দুল গাফফার দা.বা. বলেন, গুনাহের আসবাবের কাছে এবং গুনাহের পরিবেশে না যাওয়া। আর যদি গুনাহের আসবাব ও গুনাহের পরিবেশ কাছে চলে আসে তাহলে সাথে সাথে সেখান থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়া।

আমার কাছে যত শক্তি আছে যদি আমি তার সবটুকু ব্যবহার করি তবে আশা করা যায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন আরহামুর রাহিমীন আমাকে সমস্ত গুনাহ থেকে হেফাযত করবেন ইনশাআল্লাহ।

যিকিরের প্রভাব

আমার হযরত বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তো অন্যকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। তো, যার মধ্যে আল্লাহর যিকির আছে সে অন্যকে কষ্ট দিবে না। কারো হক নষ্ট করবে না। কারো জমি দখল করবে না, আরে! আমি কত বড় বোকা যে, আমি জবরদস্তি করে দখল করে গেলাম আর সন্তানেরা ভোগ করল, আর আমি জাহান্নামে জ্বললাম। অনেকে একটা কথা বলে যে, জোর

যার মুল্লুক তার। আমি বলি, জোর যার জাহান্নাম তার। কারন, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে সে অন্যের হক নষ্ট করতে পারে না। ফুফুর হক নষ্ট করতে পারে না। বোনের হক নষ্ট করতে পারে না। ভাইয়ের হক নষ্ট করতে পারে না। মোটকথা, কারো হক সে নষ্ট করতে পারে না। মানে সে হকদারের হক পুরোপুরি আদায় করে। আমরা মনে করি ঝামেলা। আরে ভাই! এখানে ঝামেলা করো আর আখেরাতের ঝামেলা থেকে বাঁচো।

হাদিসে রয়েছে,

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করবে, কেননা, মজলুমের বদদোয়া এবং আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দার আড়াল থাকেনা। (সহিহ বুখারি, ইফা, হাদিস নং : ৪০০৯)

তোমার গায়ে শক্তি আছে। তুমি এখন কারো উপর জুলুম করে বসলে। শুনো! সে যে আল্লাহ বলে হাঁক দিয়ে বদ দোয়া করবে! তার ডাক আর আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকবেনা। সরাসরি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে পৌঁছে যাবে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে,

وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

পরওয়ারদিগার বলবেনঃ আমার ইযযতের কসম, কিছুদিন পরে হলেও অবশ্যই তোমাকে আমি সাহায্য করব। (সুনানুত তিরমিজি, ইফা, হাদিস নং ২৫২৮)

আমার ইজ্জত আর জালালের কসম! আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, হে মজলুম! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব! যদিও সামান্য পরে হয়। দেখি, জালেম কতটুকু জুলুম করতে পারে। এটা দেখার পরে তোমাকে সাহায্য করব।

আল্লামা শামসুদ্দিন যাহাবি রহঃ স্বীয় 'আল কাবায়ের' নামক গ্রন্থে একটি ঘটনা লিখেছেন যে, এক লোক ঘোষণা দিচ্ছে,

من رَآنِي فَلَا يظلمن أحداً

(যে আমাকে দেখে, সে যেন কারো উপরে জুলুম না করে।) -আল কাবায়ের, ১১৩-১১৫

এক লোক ভাবছে, এই লোক এই ঘোষণা কেন দিচ্ছে? সামনে এসে দেখে যে, তার হাত গোড়া থেকে কাটা। জীর্ণশীর্ণ হয়ে গিয়েছে চেহারা। সে বলল, ভাই! তুমি এই ঘোষণা কেন দিচ্ছ? ওই লোক বলল, কেন দিচ্ছি শুনবে? এক সময় আমি খুব বড় মাস্তান ছিলাম। আমার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারতনা। আমি যা ইচ্ছা তাই করতাম। কোন দোকান থেকে মাল আনলে পয়সাও দিতাম না। কিন্ত কারো কিছু বলার সাহস ছিলো না। একবার এক

জেলে মাছ মারতে গিয়ে বড় মাছ পেয়েছে। জেলে বেচারা মাছ মেরে বিক্রি করে তা দিয়ে সংসার চালায়। ওই জেলে বেচারার মাছের দিকে আমার বদ নজর পড়ল। সবাই তাকে চিনে যানে। এই লোক তো মার্কা মারা। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। আমি তখন ওই জেলেকে বললাম, মাছটা আমাকে দে। জেলে তো জানে, মাছ নিলে কোন দিন পয়সা দিবে না। তখন জেলে বলল, আমি মাছ দিবো না। আমি বলসি, দে। সে বলে, না আমি দিবো না। অনেক কষ্টের পর মাছটি পেয়েছি। এটা বিক্রি করে পয়সা দিয়ে চাল ডাল কিনে বাজার করে বিবি বাচ্চা নিয়ে খাব। আমি বললাম, মাছ দে। সে বলল, না দিবো না। এবার তাকে মারধর শুরু করলাম। মারধরের চোটে তার জান বাঁচে না। পরে সে মাছ দিয়ে দিল।

আমি সেই তাজা মাছ নিয়ে আসলাম। পথিমধ্যে মাছ কিভাবে জেনো আমার আঙ্গুলের মাথায় কামড় দিয়েছে। আমি ভেবেছি-সামান্য। কিন্তু বাড়ি আসতে আসতে ব্যথা বেড়েই চলল। এমন যন্ত্রণা! অসহনীয় যন্ত্রণা! আমি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার বলল, আঙ্গুলে পচন ধরে গেছে। জলদি যদি বাঁচতে চাও, তাহলে আঙ্গুল গোড়া থেকে কাটতে হবে। না হয় সারা শরীরে

ছড়িয়ে পড়বে। এখন জান বাঁচে না। আবার ব্যথা উপরের দিকে উঠলে মারা যাব। ঠিক আছে। আঙ্গুল কাটার অনুমতি দিলাম। যাক একটা আঙ্গুল কাটা গেছে। আরও চারটা তো আছে। পরে বাড়ি আসার পর হাতের পাতার মধ্যে আবার যন্ত্রণা শুরু হলো। অসহনীয় যন্ত্রণা! আর সহ্য হয়না। আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল, হাতের পাতায় পচন ধরেছে। জলদি হাত কবজি থেকে কেটে ফেলতে হবে। না হয় পচন উপরের দিকে উঠলে মারা যাবেন। তখন অনুমতি দিলাম হাত কবজি থেকে কেটে ফেলতে। মনে করলাম, কবজি থেকে হাত কেটে ফেলেছে। হাতের নলাটা তো আছে। কিন্ত বাড়ি গেলাম। আবার কিছুদিন পর হাতের নলার মাঝে যন্ত্রণা শুরু হলো। আবারো অসহনীয় যন্ত্রণা! ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার বলল, এখন নলার মাঝে পচন ধরে গেছে। এখন কনুই থেকে হাত কাটতে হবে। পরে কনুই থেকে হাত কাটল। পরে মনে করলাম, হাতের বাহুটাতো আছে। কয়দিন পর আবার বাহুর মাঝে অসহনীয় যন্ত্রণা শুরু হলো! আর জান বাঁচে না। আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার বলল, কী ব্যাপার! একবার অপারেশন করলেই তো সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। ডাক্তার

বলছে, কী ব্যাপার! এমন রোগী তো কখনও দেখি নাই। তখন ঘটনা খুলে বললাম যে, আমি এক জেলেকে প্রহার করে তার থেকে মাছ নিয়ে আসছিলাম। পথিমধ্যে মাছটি আমার আঙ্গুলের মাথায় কামড় দিয়েছিল। ডাক্তার বলল, এখন তো কেটে দিলাম। তুমি তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে মাফ চাও। দাবি ছুটাও। হাদিসে এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ

আল্লাহ তা'আলা জালিমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না। (সহিহ বুখারী, ৪৩২৯)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন জালেম কে ছাড় দেন। ছেড়ে দেন না। কারো ছাড় অল্প দিন। কারো ছাড় বেশী দিন।

তখন জেলের তালাশে বের হলাম তারপর জেলেকে পেলাম। পাওয়ার পর জেলের পায়ের উপর পড়ে গেলাম আর বললাম, ভাই! তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তুমি যদি আমাকে মাফ না করো আমি মারা যাবো। জেলে বেচারা চিনতে পারছিলো না। আগে তো মাস্তান ছিলাম। মাস্তানের সুরত তো মাস্তানের মতই ছিল। তারপর তো আর আগের চেহেরা নেই। জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছি। জেলে বেচারা বলছিল, ভাই আমি তো আপনাকে চিনতে পারছিনা! আপনি কে? তখন বললাম, আমি তো সেই

লোক, যে তোমাকে প্রহার করে মাছ নিয়ে গিয়েছিলাম। তার পরে ঘটনা বললাম। আর বললাম, ভাই! তুমি যদি আমাকে মাফ না করো, তাহলে আমি মারা যাবো। আমাকে মাফ করে দাও। জেলে বেচারা আমার দুরবস্থা দেখে কান্না শুরু করল। পরে বলল, ঠিক আছে। আমি মাফ করে দিলাম। মাফ পাওয়ার পর আমি বললাম, ভাই! যখন আমি তোমার থেকে মাছ কেড়ে নিয়েছিলাম, তখন কি তুমি কোন বদ দোয়া করেছিলে? জেলে বলল, আমি আল্লাহকে একটি কথা বলেছিলাম। কী বলেছিলে? জেলে বলল, বলেছিলাম, হে আল্লাহ! এই মাস্তান তোমার চোখের সামনে আমার উপর যে রকম ক্ষমতার অপপ্রয়োগ দেখাল,তুমি আমার চোখের সামনে তোমার ক্ষমতা তার উপর প্রয়োগ করে আমাকে দেখাও।

যিকির পূর্ণ করলে অবশ্যই শান্তি আসবে

আপনি যদি আপনার জবানের যিকির পূর্ণ করেন, আপনার দিলের যিকির পূর্ণ করেন, আমলী যিকির পূর্ণ করেন, তাহলে অবশ্যই আপনার দিলের মধ্যে শান্তি আসবে। আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করছি আর বলছি যে, শান্তি নেই। আমার যিকির পূর্ণ না হলে আমার দিলের মধ্যে শান্তি কিভাবে আসবে? আরে! যিকির পূর্ণ

হলে শয়তান তাকে প্রবঞ্চনা দিতে পারবে না। নফসও তাকে ধোঁকা দিতে পারবেনা। আর যদি দেয়ও তাহলে তাৎক্ষনিক দিবে। পরে সব ঠিক করে নিবে।

আমার প্রাণপ্রিয় শায়েখ, শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ, শাহ আব্দুল গাফফার দা.বা. বলেন, যার মধ্যে আল্লাহর স্মরণ থাকবে, সে অন্যায়ভাবে রাগ করতে পারবে না। রাগের সাময় সে আল্লাহকে স্মরণে রাখবে। কারন, তাফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন যে , আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন, হে আদম সন্তান! তোর যখন রাগ উঠে তখন আমাকে স্মরণ রাখবি। তাহলে আমার যখন রাগ উঠে আমি তোকে স্মরণ রাখব। (কানযুল উম্মাল, হাদিস - ৭৭১৯)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে পূর্ণ যাকের হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

পূর্ণ যাকের হয়ে গেলে দিলে শান্তি আসবে। এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কাউকে বাদ দেননি। পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, আলেম-গায়রে আলেম সকলকে বলেছেন,

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

অর্থ: জেনে রেখো, আল্লাহর যিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়। (সুরা র'দ, আয়াত ২৮)

আয়াতে পূর্ণ যিকিরের কথা বলা হয়েছে। আংশিক নয়। আমার দিলের মধ্যে পরিপূর্ণ হ্যাঁ সূচক ও না সূচক যিকির থাকবে। আমার আমলের মধ্যে পরিপূর্ণ হ্যাঁ সূচক ও না সূচক যিকির থাকবে। এই সমস্ত যিকির যখন পূর্ণ হবে তখন আমার দিলের মধ্যে শান্তি থাকবে।

এ জন্য আমাদের খেয়াল করা জরুরি, সমস্ত যিকির ঠিক আছে কিনা? কেননা, এখনও সংশোধনের রাস্তা খোলা। কিন্তু মরনের পরে আর কোন রাস্তা বাকি থাকবেনা। তাহলে কী বুঝা গেল? আমরা যদি দুনিয়াতে আল্লাহকে স্মরণে রাখি, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরহামুর রাহিমীনও আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে চিরকাল স্মরণ রাখবেন। আর আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে যদি আমরা স্মরণে রাখি, তাহলে আমার হযরত বলেন, যদি আল্লাহর গোলামী করতে পারি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে বান্দা থেকে প্রমোশন দিয়ে বন্ধু করে নিবেন।

শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম, আরেফ-বিল্লাহ

শাহ আব্দুল গাফফার দা.বা. এর মুরীদ হওয়ার পর যা করণীয়

মুরীদ হওয়ার পর যে কাজগুলো করা একান্ত প্রয়োজন এবং যা করলে মাকসূদে হাকীকী তথা মাওলা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব তা হলো: ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদা সুন্নাত তরীকায় ইখলাসের সাথে আদায় করতঃ নিম্নোক্ত আমলগুলো করা।

১। ترک معصیت গুনাহ বর্জন

২। اتباع سنت সুন্নাতের অনুসরণ

৩। ذکر اللہ যিকির করা

৪। صحبت اھل اللہ সুহবাতে আহলুল্লাহ

৫। تلاوت قران مع الصحۃ বিশুদ্ধভাবে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত।

জিকিরের পরিমাণ

নফী ইসবাত ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ (১০০ বার)
ইসমে যাত ‘আল্লাহ আল্লাহ’ (২০০ বার)
দুরূদ শরীফ (১০০ বার)
ইস্তেগফার (১০০ বার)

জিকির করার পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন

জিকির করার উত্তম সময় হলো তাহাজ্জুদের পর। তা না হলে ফজরের নামাজের পর। এটা সম্ভব না হলে মাগরিবের নামাজের পর। এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সময় বের করে সুযোগ মত যিকির করা।

একেবারে ভরা পেটে বা খালি পেটে যিকির না করা চাই। যিকিরের জন্য নির্জন স্থান নির্বাচন করা। নির্জনে একাকি মাওলা পাকের স্মরণের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ করা। চুপে চুপে গুনগুন আওয়াজে ব্যথাভরা অন্তর দিয়ে একাকি যিকির করা। ঘটনাক্রমে মসজিদে বা লোক সম্মুখে যিকির করতে হলে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিকির করা। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমার জিকিরের কারণে অন্যের ইবাদতে যেন বিঘ্নতা না ঘটে।

যিকির শুরু করার পূর্বে উজু করে নিবে। অর্থাৎ উজু সহকারে যিকির করা উত্তম। পারলে সুগন্ধি-আতর ব্যবহার করা। এরপর কিবলামুখী হয়ে ডান পায়ের বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে বাম পায়ের হাটুর নীচের দিকের মোটা রগকে চাপ দিয়ে আসন গেড়ে বসা। আমি যে চার

তরীকার মধ্যে দাখেল হয়েছি তাঁদের জন্য ছওয়াব রেছানী করা। ১ বার ইস্তেগফার, ১ বার দুরূদ শরীফ, সুরা ইখলাছ ৩ বার পড়ে চার তরীকার বুজুর্গদের রূহের মধ্যে ছওয়াব পৌঁছানো এবং তাঁদের রূহানী ফয়েজ ও বরকত আল্লাহর কাছে চাওয়া যে, হে আল্লাহ! তাঁদের রূহানী ফয়েজ ও বরকত আমাকে দান কর এবং স্বীয় মুর্শিদের ছিহহাত (সুস্থতা), আফিয়াত (মুক্তি) ও খেদমতে দ্বীনীর সাথে হায়াতে তাইয়্যেবার জন্য দু'আ করা।

নফী ইসবাত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (১০০ বার)

অতঃপর ধ্যান করবে, আমি আল্লাহর সম্মুখে বসা আছি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাকে দেখছেন, প্রথমে নফী-ইসবাতের জিকির করা (১০০ বার)।

'লা-ইলাহা' বলার সময় খেয়াল করবে আমার দিল থেকে গাইরুল্লাহর মুহাব্বত বের করে দিচ্ছি। 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় খেয়াল করতে হবে, আল্লাহর মুহাব্বত আমার দিলে বসাচ্ছি। অথবা এটাও খেয়াল করা যেতে পারে যে, 'লা-ইলাহা' বলার সময় 'নাই কোন মা'বুদ', 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় 'আল্লাহ ছাড়া।' অথবা 'লা-ইলাহা' বলার সময় খেয়াল করবে, আমার 'লা-ইলাহা' আরশে আজীমে পৌঁছে গেছে। আর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় খেয়াল করবে,

আরশে আজীম থেকে আল্লাহর নূর নিয়ে আমার কলবে প্রবেশ করছে। আট/দশ বার পড়ার পর কালেমা শরীফ পূর্ণ পড়া। এই ১০০ বার জিকিরের মাঝে মধ্যে উৎসাহ মূলক শের পড়া যেতে পারে।

ইসমে যাত 'আল্লাহ আল্লাহ' (২০০ বার)

ইসমে যাতের জিকির ২০০ বার। ইসমে জাতের জিকির শুরু করার পূর্বে শুরুতে একবার আল্লাহর নামের সাথে সম্মানসূচক শব্দ, যেমন, 'আল্লাহ জাল্লা জালালুহু' বলা ওয়াজিব। যখন 'আল্লাহ আল্লাহ' জিকির করবে তখন এই খেয়াল করবে যে, আমার ভিতর সোনালী হরফে 'আল্লাহ' লিখা আছে। অথবা এই খেয়াল করবে যে, যেমনিভাবে আমার মুখের যবান আছে, তেমনি ভাবে আমার দিলেরও যবান আছে। মুখের সাথে দিল থেকেও আল্লাহ আল্লাহ জিকির বের হচ্ছে। যখন সময় স্বল্পতার জন্য দ্রুত একশতবার জিকির করবে তখন এরূপ খেয়াল করবে। বাকী একশতবার খুব ধীরে ধীরে, লম্বা করে টেনে টেনে দরদভরা কণ্ঠে জিকির করবে। শেষে যেন আহ্ বের হয়। যেমনি ভাবে সাগরে পড়া বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্য না পেয়ে আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দেয়। কারণ, হাঙ্গর-কুমির এখন তাকে শেষ করে ফেলবে। তেমনি ভাবে নফস

ও শয়তান আমাদের জাহান্নামে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এর থেকে বাঁচার উপায় নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। অথবা এই খেয়ালও করা যেতে পারে, কোন মরুভূমির মধ্যে অচেনা জায়গায় পুত্র তার পিতাকে হারিয়ে ফেলেছে। এমতাবস্থায় ছেলে যেমনিভাবে আব্বাকে আব্বা বলে ডাক দেয় তেমনিভাবে ডাকবে। কারণ, আমরা তো আমাদের রব কে হারিয়ে ফেলেছি, সুতরাং ব্যাথা ভরা অন্তরে দরদের সাথে 'আল্লাহ আল্লাহ' জিকির করবে। মাঝে মধ্যে শের পড়া যেতে পারে। জিকিরের শেষে 'আল্লাহু হাজিরী' আল্লাহু নাজিরী, আল্লাহু মায়ী, কয়েকবার বলবে।

উল্লেখ্য : মহিলারা 'ইসমে যাতের' জিকির শায়খের পরামর্শ ব্যতীত করবে না। তারা (সুবাহানাল্লাহ) ১০০বার, (আলহামদুলিল্লাহ্) ১০০ বার, (আল্লাহু আকবার) ১০০ বার পড়বে।

ইস্তেগফার (১০০ বার) অর্থের দিকে খেয়াল রেখে যে কোন ইস্তেগফার পড়বে। যেমন: (রব্বিগফির ওয়ার হাম ওয়া আনতা খয়রুর রহিমীন)।

দুরূদ শরীফ (১০০ বার) অর্থের দিকে খেয়াল রেখে যে কোন দরুদ শরীফ পড়বে। যেমন: (সল্লাল্লাহু আলান্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি)।

জিকির শেষে দিলের হালত ভাল থাকলে মন চাইলে দু'আ করবে। কারণ যে কোন নেক আমলের পর দু'আ কবুল হয়।

যে সমস্ত কিতাব পড়তে হবে:-

১. বেহেশতী জেওর। (বিশেষ করে সপ্তম খন্ড)
২. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ।
৩. তাবলীগে দ্বীন।
৪. তা'লীমুদ্দীন।
৫. কছদুস্ সাবীল।
৬. তাম্বীহুল গাফিলীন।
৭. আদাবুল মুআশারাত।
৮. ছাফাইয়ে মুআশারাত।
৯. ফাযায়েলে আ'মাল।
১০. নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

বি. দ্র. সকাল সন্ধ্যার মা'মুলাত খাজায়েনে কুরআন থেকে আদায় করবে।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা সমেত পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তার সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তিনি সন্তুষ্ট হওয়া সমপরমিাণ, তার আরশের ওজন সমপরমিাণ, তার কথা লিপিবদ্ধ করার কালি সমপরমিাণ। সহিহ মুসলমি শরফি : ৭০৮৮)

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

আমি আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট। (মুসনাদে আহমাদ. হাদীস: ১৮৯৬৮)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

পরওয়ারদেগার! আমার বাবা মাকে ঔ রকম রহম করুন যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে (দয়ার সাথে) লালন-পালন করেছেন। (বনী ইসরাঈল: ২৪)

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমতেরই আশা করি। তাই আপনি এক নিমেষের জন্যও আমাকে আমার নিজের কাছে সোপর্দ করবেন না। আপনি আমার সার্বিক বিষয়াদি সংশোধন করে দিন। আপনি ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই। (আবূ দাউদ, ৪/৩২৪, নং ৫০৯০; আহমাদ ৫/৪২, নং ২০৪৩০)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের রব! আমাদের দান করুন আমাদের স্ত্রী সন্তানদের তরফ থেকে চোখের শীতলতা। আর আমাদের বানান মুত্তাকীদের ইমাম। (সুরা ফুরকান : ৭৪)

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الاٰخِرِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ

হে আমাদরে রব! আমাকে জ্ঞান দান কর, এবং সৎকর্মপরায়ণদরে শামলি কর। আমাকে পরর্বতীদরে মধ্যে যশস্বী কর এবং আমাকে সুখময় জান্নাতরে অধকিারীদরে অর্ন্তভুক্ত কর। (সূরা শু'আরা, আয়াত : ৮৩-৮৫)

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا

হে আল্লাহ! তুমি আমার নফসকে তাকওয়া (আল্লাহর ভয়, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, নেক আমলের আগ্রহ) দান করো এবং আমার নফসকে পরিশুদ্ধ করো। তুমিই হচ্ছো সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী। আর তুমিই আমার নফসের অভিভাবক এবং মনীব। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭২২)

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

হে আমার রব! আমার ইলম বাড়িয়ে দিন। (ত্বহা: ১১৪)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি উপকারী ইলম, হালাল রিযিক ও মাকবুল আমল। (সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস: ৯২৫)

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا

হে আল্লাহ! আমাকে যে ইলম দান করেছেন তার মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করুন এবং আমাকে তা-ই শিক্ষা দিন যা আমার জন্যে উপকারী। আর আমার ইলম বাড়িয়ে দিন। (জামে‘ তিরমিযী: হাদীস: ৩৫৯৯)

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (ত্বহা: ২৫-২৮)

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে তোমার প্রদত্ত হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং অনুগ্রহ করে তুমি ব্যতীত অন্যের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। (তরমিযী, হাদীস: ৩৫৬৩)

رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَاغۡفِرۡ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

হে আমাদেরর রব! তুমি আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (তাহরীম: ৮)

اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার যিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদতের ব্যাপারে সাহায্য করো। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ১৫২৪)

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার শরীরের নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার কানের নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার চোখের নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চায় কুফরী ও দারিদ্রতা থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কছে আশ্রয় চায় কবরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৯০)

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الأَخْلاَقِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই হকের বিরোধিতা থেকে, মুনাফেকী থেকে এবং মন্দ চরিত্র থেকে। (আবু দাউদ, হাদীস: ১৫৪৬)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي , وَانْقِطَاعِ عُمُرِي

হে আল্লাহ ! আপনার দেওয়া রিজিক কে আমার বৃদ্ধ বয়সে এবং জীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রশস্ত করে দিন। (জামিউস সগীর)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমার মাধ্যমে তার সৃষ্টিজীবের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি। (মুসলিম, হাদীস: ২৭০৯)

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

হে আল্লাহ! দয়া করে আপনি আমাদেরকে আপনার গযবের দ্বারা মৃত্যু দেবেন না এবং আপনার আযাব দ্বারা ধ্বংস করবেন না। বরং এর পূর্বেই আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৫৭৬৩/ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৫০)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

হে আল্লাহ! আপনি মৃত্যুর কষ্ট ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য করুন। (তিরমিযী ১ : ১৯২)

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হে আল্লাহ, আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিন এবং মৃত্যু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শহরে দিন। (সহীহ বুখারী: ১৮৯০)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে। (বুখারী ২/১০২, নং ১৩৭৭; মুসলিম ১/৪১২, নং ৫৮৮)

ইমামে আযম আবু হানীফা রহ. এর একটি বিশেষ দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى طَاعَتِكَ

হে অল্লাহ! আমি আপনার আনুগত্যের ব্যাপারে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছে।

শাহ্ আবদুল গাফফার দা.বা. এর একটি বিশেষ দোয়া

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের অতীতকে মাফ করে দিন। বর্তমানকে সংশোধন করে দিন। ভবিষ্যতকে উজ্জল করে দিন।

খাদেমুশ শায়েখ আবু উনাইসাহ এর বিশেষ দোয়া

হে আল্লাহ! তোমার সমস্ত অপছন্দনীয় কাজ থেকে মেহেরবানী করে সহজ, মজাদার ও মধুময়ভাবে আমাকে তুমি বিরত রাখো।

اللّٰهُمّ لاَ سَهْلَ إِلاّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَ أَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ سَهْلاً إِذَا شِئْتَ

হে আল্লাহ। আপনি যা সহজ করেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নয় আর আপনি চাইলে কঠিন কাজকেও সহজ করে দেন। (ইবনে হিব্বান -২৪২৭)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (সকল নেক আমল) কবুল করো। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (বাক্বার: ১২৭-১২৮)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينْ.

আপনার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পবিত্র ঐ সকল কথা থেকে যা কাফিররা বলে থাকে এবং নবীদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সূরা ছাফফাত-১৮০-১৮২

সুরা ওয়াকি'আ : প্রত্যহ মাগরিবের নামাযের পর

এই সূরা পাঠ করলে দরিদ্রতা গ্রাস করতে পারে না। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাতে সূরা ওয়াক্বিয়াহ তেলাওয়াত করবে তাকে কখনো দরিদ্রতা স্পর্শ করবে না। হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) তার মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা তেলাওয়াত করার আদেশ করতেন। (বাইহাকি:শুআবুল ঈমান - ২৪৯৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ * إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا * وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا * وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ * عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ * مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ * وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ * وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ * جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا * وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ * وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ * إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عُرُبًا أَتْرَابًا * لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ * ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ * وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ

الشِّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ * لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
* إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ
الْعَظِيمِ * وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ * قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ *
لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ * ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ
الْمُكَذِّبُونَ * لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ * فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ *
فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ * هَذَا
نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ * نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ * أَفَرَأَيْتُمْ مَا
تُمْنُونَ * أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ * نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ
الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي
مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ *
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لَوْ
نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ * إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ
مَحْرُومُونَ * أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ
الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
* أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ

الْمُنْشِئُونَ ۞ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۞ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۞ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۞ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۞ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ۞ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ۞ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۞ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۞ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۞ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ۞ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۞

সূরা মূলক : প্রত্যহ ইশার নামাযের পর

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআন মাজিদে ৩০ (ত্রিশ) আয়াত বিশিষ্ট একটি সুরা রয়েছে, যা তার তেলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার

আগ পর্যন্ত তার জন্য সুপারিশ করতেই থাকবে। আর সুরাটি হলো تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ অর্থাৎ সুরা মুলক।' (মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার মন চায় প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে যেন সুরা মুলক মুখস্ত থাকে।' (বাইহাকি)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত সুরা মুলক তেলাওয়াতের আমল করবে সে কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাবে।' (তিরমিজি, মুসতাদরাকে হাকেম)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা মুলক তেলাওয়াত না করে রাতে ঘুমাতে যেতেন না।' (তিরমিজি)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۞ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ۞

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۞ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۞ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۞ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۞ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۞ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ

الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ
صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
بَصِيرٌ ۞ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ
الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۞ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ
إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۞ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى
وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ قُلْ هُوَ
الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞
قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً
سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
تَدَّعُونَ ۞ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ

يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ *

সূরা ইয়াসিন : প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর:

হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর অন্তর বা দিল আছে। আর পবিত্র কুরআনের অন্তর হলো সূরা ইয়াসিন। (তিরমিজি)

হযরত মালেক রাঃ হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে (মহান আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য) তৎপরিবর্তে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তোমরা ইয়াসিন সুরা মুমূর্ষু ও কবরবাসীর নিকট পাঠ করতে পারো। (বায়হাকী ও মিশকাত)

অন্য হাদীসে আছে, আতা বিন আবি রবাহ হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন দিনের প্রথমভাগে পাঠ করবে, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর সমস্ত মাকসুদ পুরা করে দিবেন। (দারেমি, মিশকাত পৃঃ ১৮৯)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يسٓ ١ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٣ عَلَىٰ صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ ٤ تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٥ لِتُنذِرَ قَوۡمٗا مَّآ أُنذِرَ
ءَابَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غَٰفِلُونَ ٦ لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا
يُؤۡمِنُونَ ٧ إِنَّا جَعَلۡنَا فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ أَغۡلَٰلٗا فَهِيَ إِلَى ٱلۡأَذۡقَانِ فَهُم
مُّقۡمَحُونَ ٨ وَجَعَلۡنَا مِنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ سَدّٗا وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدّٗا
فَأَغۡشَيۡنَٰهُمۡ فَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ ٩ وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ
لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٠ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكۡرَ وَخَشِيَ
ٱلرَّحۡمَٰنَ بِٱلۡغَيۡبِۖ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٖ وَأَجۡرٖ كَرِيمٍ ١١ إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ
ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ
إِمَامٖ مُّبِينٖ ١٢ وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلًا أَصۡحَٰبَ ٱلۡقَرۡيَةِ إِذۡ جَآءَهَا
ٱلۡمُرۡسَلُونَ ١٣ إِذۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٖ
فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيۡكُم مُّرۡسَلُونَ ١٤ قَالُواْ مَآ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَمَآ
أَنزَلَ ٱلرَّحۡمَٰنُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَكۡذِبُونَ ١٥ قَالُواْ رَبُّنَا

يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾ قَالُوٓا۟
إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا۟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا۟ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ
ٱتَّبِعُوا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ
٢ وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ
ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا
وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّىٓ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ
فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا
غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ ۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ
مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا
صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا
يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ
أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن كُلٌّ

لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٢ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ
أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا
جَنَّـٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَـٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ٣٤ لِيَأْكُلُوا۟
مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٥ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى
خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ٣٦ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ
٣٧ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٨
وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٣٩ لَا
ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ
وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٤٠ وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى
ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ٤١ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ٤٢ وَإِن
نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ٤٣ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا
وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ٤٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا۟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا
خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٥ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَـٰتِ

رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا۟ مِمَّا
رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ
يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ
هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً
تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ
أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ
رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا
وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً
فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا
وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى
شُغُلٍ فَٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴿٥٦﴾
لَهُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
﴿٥٨﴾ وَٱمْتَٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ ۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ
ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ

ٱعۡبُدُونِي هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ٦١ وَلَقَدۡ أَضَلَّ مِنكُمۡ جِبِلّٗا
كَثِيرًا أَفَلَمۡ تَكُونُواْ تَعۡقِلُونَ ٦٢ هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمۡ
تُوعَدُونَ ٦٣ ٱصۡلَوۡهَا ٱلۡيَوۡمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ٦٤ ٱلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلَىٰٓ
أَفۡوَٰهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَآ أَيۡدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ
৫ وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ
يُبۡصِرُونَ ٦٦ وَلَوۡ نَشَآءُ لَمَسَخۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمۡ فَمَا ٱسۡتَطَٰعُواْ
مُضِيّٗا وَلَا يَرۡجِعُونَ ٦٧ وَمَن نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فِي ٱلۡخَلۡقِ أَفَلَا
يَعۡقِلُونَ ٦٨ وَمَا عَلَّمۡنَٰهُ ٱلشِّعۡرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ
وَقُرۡءَانٞ مُّبِينٞ ٦٩ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّٗا وَيَحِقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَى
ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧٠ أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا
فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ ٧١ وَذَلَّلۡنَٰهَا لَهُمۡ فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يَأۡكُلُونَ
৭ وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ ٧٣ وَٱتَّخَذُواْ مِن
دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةٗ لَّعَلَّهُمۡ يُنصَرُونَ ٧٤ لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَهُمۡ
وَهُمۡ لَهُمۡ جُندٞ مُّحۡضَرُونَ ٧٥ فَلَا يَحۡزُنكَ قَوۡلُهُمۡ إِنَّا نَعۡلَمُ مَا

يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن
يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ
نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ
۝ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَٰنَ
ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

খাজায়েনে কোরআন ও হাদিস

رہ کے دنیا میں بشر کو کہیں زیا غفلت

রাহ্ কে দুনয়া মে বাশার কো নাহী যীবা গাফলত

موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے

মওত কা ধেয়ান ভী লাযেম হায় কেহ্ হার আন্ রাহে

جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا

জো বাশার আতা হায় দুনয়া মে ইয়ে কাহতী হায় কাযা

میں بھی پیچھے چلی آئی ہوں ذرا دھیان رہے

মায় ভী পীছে চলী আতী হোঁ যারা ধেয়ান রাহে

নসীহত

দুনিয়াবাসী মানুষ মাত্র, গাফলত মহা ভুল,
সদা মৃত্যুধ্যান রাখিলে, আখেরাত হয় ফুল
জগত মাঝে পা রাখিতেই, মৃত্যু কহে ডাকি,
আমিও আছি তোমার পাছে, চলিও ধ্যানে রাখি।

(হযরত খাজা আযীযুল-হাসান মজযূব (রঃ)-এর উপরোক্ত ছন্দের অনুবাদ)

কুদৃষ্টি হইতে একবার চক্ষু হেফাযত করা দশ হাজার রাকআত তাহাজ্জুদ অপেক্ষা উত্তম।
-হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস

প্রথম রত্ন –১ নং ওযীফা :

মাখলুকের সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অপকারিতা হইতে হেফাযতের আমল

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, একদা গভীর অন্ধকার রাতে বৃষ্টিপাতের মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর খোঁজে বাহির হইলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাকে পাইয়া গেলাম। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, (আবদুল্লাহ,) তুমি পাঠ করিও। আমি বলিলাম, কি পাঠ করিব ? হুযুর বলিলেন, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সূরায়ে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাছ প্রতিটি তিনবার করিয়া পাঠ করিবে। তাহা হইলে সর্ববিষয়ে ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। (মেশকাত শরীফ ১৮৮ পৃষ্ঠা।)

ব্যাখ্যা : বিখ্যাত মোহাদ্দেস হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মেরকাত ৪র্থ খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, 'সর্ব বিষয়ে যথেষ্ট হইবে'-

কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে:

১- সকল অনিষ্টকারীর সব রকম অনিষ্ট হইতে হেফাযতের জন্য ইহাই যথেষ্ট রাক্ষাকবচ।

২- যে কোন অনিষ্ট ও ক্ষতি হইতে হেফাযতের জন্য এ ওযীফাই যথেষ্ট, এতদুদ্দেশ্যে ইহার পর আর কোন ওযীফা পড়ার দরকার থাকে না।

বর্তমানে মুসলমান কত পেরেশান, কত রকমের সমস্যায় জর্জরিত। কাহারও জ্বিন কিংবা ভূত-প্রেতের আক্রমণের পেরেশানী, কাহারও দুশমন কর্তৃক যাদুবানটোনার পেরেশানী। কাহারও দোকান, কায়-কারবার কিংবা বিবাহ-শাদীর উপর যাদু চালাইয়া ক্ষতিসাধন করা হইতেছে। কাহারও দোকানে গ্রাহক আসিতেছে না কিংবা ছেলে-মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। (ঘরের ভিতরে বা বাহিরে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার আশংকা। যেমন, শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি বা গাড়ী ঘোড়ার এ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদি।) কেহবা প্রতিনিয়তই নিত্যনতুন বালা-মুসীবত ও মুশকিলের সম্মুখীন হইতেছে। আমরা যদি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় দুই-তিন মিনিটের এই ওযীফাটি আদায় করি, তাহা হইলে সর্ব প্রকার সমস্যা ও বালা-মুসীবত হইতে ইনশা-আল্লাহ্ অবশ্যই হেফাযত ও নিরাপদ থাকিব।

সূরায়ে-ইখলাছ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সূরায়ে-ফালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

সূরায়ে নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

দ্বিতীয় রত্ন - ২ নং ওযীফা :

সূরায়ে হাশরের আখেরী তিন আয়াতের আমল

হযরত মা'কেল বিন ইয়াছার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন,

যে-ব্যক্তি সকাল বেলা প্রথমতঃ তিন বার 'আঊযু বিল্লাহিছছামী-ইল আলী-মি মিনাশশাইত্বানির রাজীম' পড়িয়া অতঃপর সূরায়ে হাশরের আখেরী তিন আয়াত একবার পাঠ করে, আল্লাহপাক তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যাহারা সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিতে থাকে। পরন্তু, ঐ দিনই যদি তাহার মৃত্যু হইয়া যায়, তাহা হইলে সে শহীদের মর্তবা লাভ করে। অনুরূপ, কেহ যদি সন্ধ্যা বেলায় সেই একই নিয়মে উক্ত আমল করে, সেও একই ফযীলতের অধিকারী হইবে। অর্থাৎ সত্তর হাজার ফেরেশতা ঐ সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত তাহার জন্য এস্তেগফার করিতে থাকিবে এবং ঐ রাত্রেই যদি তাহার মৃত্যু হয় তবে সে শহীদের মর্তবা প্রাপ্ত হইবে। (মেশকাত শরীফ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

আউযুবিল্লাহ সহ উক্ত আয়াতত্রয় নিম্নে উল্লিখিত করা হইল।

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

তিন বার

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ভারতের এক বুযুর্গ বলেন, আমি প্রত্যেহ সকালে প্রথমতঃ সত্তর হাজার ফেরেশতাকে এসতেগফারের ডিউটিতে নিযুক্ত করি, তারপর নাশতা করি।

‘আছমায়ে-হুছনা'র অর্থ :

উল্লিখিত আয়াতত্রয়ে আল্লাহ পাকের যে সকল আছমায়ে-হুছনা বা গুণবাচক নাম উল্লেখিত হইয়াছে, এখানে তাহাদের অর্থও দেওয়া হইল :

আ-লিমুল-গাইবি ওয়াশ্-শাহাদাতি : যিনি হাযের - গায়েব (দৃশ্য-অদৃশ্য, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য) সবকিছু জানেন।

আল্-মালিকু : রাজা, বাদশাহ ।

আল্-কুদ্দুছু : পরম পবিত্র, যিনি অতীতের দোষত্রুটি মুক্ত।

আস্সালামু : নির্দোষ, নির্দাগ, ভবিষ্যতে যাহার কোন

প্রকার দোষ-ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ যিনি দোষ-ত্রুটির সম্ভাবনা হইতেও মুক্ত ও পবিত্র। আল্লামা আলূসী বাগদাদী (রহঃ) তাফসীরে রূহুল-মাআনীতে লিখিয়াছেন, 'আস্-সালাম' ঐ সত্তা যিনি নিজেও সম্পূর্ণ নিরাপদ-নিরাপত্তাময় এবং নিজের প্রিয়জনদিগকেও সকল বিপদাপদ হইতে নিরাপদ রাখিতে সক্ষম। ফলে, তাহার প্রিয় বান্দাগণ সর্ব রকম ভীতিকর বস্তু ও বিষয়াদি হইতে নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন থাকেন। এক কথায়, যিনি নিরাপত্তাময় ও নিরাপত্তা বিধানকারী।

আল্-মু'মিনু : আমান দানকারী, বালা-মুসীবত হইতে নিরাপত্তা দানকারী সত্তা।

আল-মুহাইমিনু : নেগাহ্বান, পূর্ণ হেফাযতকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, যিনি আগত আপদ হটাইয়া দেন এবং অনাগত আপদও ফিরাইয়া রাখেন।

আল-আযীযু : যবরদস্ত তাকতওয়ালা, মহা পরাক্রমশালী।

আল-জাব্বারু : যিনি নিজের মহাপরাক্রমশালী শক্তি প্রয়োগে বান্দাদিগের বিগড়াইয়া-যাওয়া অবস্থাসমূহ সংশোধন ও দুরুস্ত করিয়া দেন।

আল-মুতাকাব্বিরু : মহীয়ান্, গরীয়ান্।

আল খালিক : সৃষ্টিকর্তা, না-মওজুদকে মওজুদকারী।

অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দানকারী।

আল বা-রিউ : সুগঠন-সুগড়নে সৃষ্টিকারী। অঙ্গ সমূহকে যথাস্থানে সুদশর্নীয় ভাবে সৃষ্টি ও স্থাপনকারী।

আল্-মুছাওবিরু :সূরতদাতা, আকৃতিদাতা, বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করতঃ সৃষ্টিরাজির পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র বিধানকারী। (তাফসীরে-বয়ানুল-কুরআন ও রূহল-মাআনী অনুসরণে।)

তৃতীয় রত্ন –৩ নং ওযীফা :

হাছবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হু এর আমল

(সকল বালা-মুসীবত হইতে হেফাযতের ও বৈধ মনোবাঞ্ছা পূরণের ওযীফা)

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

(৭বার)

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট; তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। এবং তিনি সুমহান আরশের মালিক।

হাদীস : হযরত আবু-দাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সাত বার করিয়া উক্ত ওযীফা পাঠ করিবে, তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের তামাম চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানীর জন্য আল্লাহপাকই কাফী-সমাধানকারী

হইয়া যাইবেন। (রুহুল-মাআনী, ১১ পারা, ৫৩ পৃষ্ঠা)

গুঢ় রহস্য : আল্লাহপাক যে এই ছোট্ট আয়াত-টুকরা পাঠকারীর দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কাজ ও চিন্তাভাবনার যিম্মাদার ও সমাধানকারী হইয়া যান, ইহার রহস্য কি? রহস্য এই যে, বান্দা ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে 'রাব্বুল আরশিল আযীম' তথা বিশাল ও মহান আরশের মালিক বলিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষনা প্রদান করে। আর আরশে-আযীম হইল জগতকুলের মারকায বা মূল কেন্দ্র, যেই কেন্দ্র হইতে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা জারী হইয়া থাকে। তাই, বান্দা যখন সেই আরশে-আযীমের মহান মালিকের সঙ্গে আপন সম্পর্ক গড়িয়া লয়, বস্তুতঃ সে তখন জগত সমূহের সর্ববিধ শৃংখলা ও ফয়সালার মূলকেন্দ্রের মালিক ও সেই মহান সিংহাসনের মহামহিম বাদশার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। তাই, এত বড় মহীয়ান্-গরীয়ান্ বাদশার 'আশ্রয় লাভের পর তাহার চিন্তা-ভাবনা, হয়রানি-পেরেশানী আর কিভাবে থাকিতে পারে ? **যেমন, হিন্দুস্তানের মশহুর বুযুর্গ হযরত খাজা আযীযুল-হাসান মজযূব' (রঃ) বলিয়াছেন :**

جو تو میرا توسب میرا فلک میرا زمیں میری

اگر ان تو نہیں میرا تو کوئی شی نہیں میری

(জো তূ মেরা, তো ছব মেরা, ফালাক্ মেরা, যমী মেরী
আগার এক তূ নাহী মেরা, তো কো-য়ী শাই নাহী মেরী)

অর্থ : 'আয় আল্লাহ! আপনি যদি আমার হইয়া যান, তবে এই আসমান-যমীন সবকিছুই আমার । কিন্তু সব থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আপনাকে যদি হারাইয়া বসি, তাহা হইলে আমার বলিতে আর কিছুই নাই । তবে ত সবই ধ্বংস, সবই বরবাদ হইয়া গেল । তখন ত আমার সব কিছুতেই আগুন লাগিয়া গেল।

তুমি আমার সবি আমার আকাশ আমার যমীন আমার,
হারাই যদি শুধু তোমায় কপালপোড়ার নাই কিছু আর।

ইবনে-নাজ্জার তাঁহার স্বরচিত ইতিহাস-গ্রন্থে হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সকাল বেলা হাছবিয়াল্লাহু (পূর্ণ) সাতবার পাঠ করিবে, সে ঐদিন এবং ঐ রাতে কোনও বে-চাইনী, পেরেশানী বা বালা-মুসীবতে পতিত হইবেনা এবং পানিতেও ডুবিবে না। (রুহুল-মাআনী, ১১ পারা, ৫৩ পৃষ্ঠা)

একটি আশ্চর্য ঘটনা

হযরত মুহাম্মদ ইবনে-কা'ব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার একটি ফৌজি-কাফেলা রোমের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার উরুর হাড্ডি ভাঙ্গিয়া গেল।

কিন্তু সঙ্গীগণ তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার মত কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া বড় বিপাকে পড়িলেন। অতঃপর তাহার জন্য কিছু খাদ্য-পানীয় ও সামান-পত্রের ব্যবস্থা করতঃ তাহার ঘোড়াটিকে তাহার পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহারা সকলে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেলেন। ইহার পর এক গায়েবী লোক আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে, তোমার কী হইয়াছে ? উত্তরে সে বলিল : আমার উরুর হাড্ডি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং আমার সঙ্গীগণ আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গায়েবী লোকটি বলিল, যে-স্থানে কষ্ট অনুভব করিতেছ সেখানে হাত রাখিয়া পড় : ফা-ইন তাওয়াল্লাও ফাকুল হাছবিয়াল্লাহু (পূর্ণ)। তিনি তাহার ক্ষতস্থানে হাত রাখিয়া উক্ত আয়াতখানা পাঠ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন। অতঃপর নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া সাথীদের নিকট পৌছিয়া গেলেন। (রুহুল-মাআনী, ১১ পারা, ৫৪ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা আলুসী (রহঃ)-এর আমল

বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেন, বহু বছর যাবত এই আয়াতখানা পাঠ করা এই ফকীরের আমলের অন্তর্ভুক্ত। এই নেয়ামতের জন্য আল্লাহপাকের শোকর। সর্বোত্তম তওফীকদাতা আল্লাহপাকের দরবারে

দরখাস্ত করি, তিনি যেন আমাদিগকে উক্ত আয়াতের বরকতে প্রভূত নেকী ও ভালাইর তওফীক দান করেন।

ফায়দা : এই ওযীফা আদায়ের পর দোআও করিবে যে, আয় আল্লাহ, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর সুসংবাদের বরকতে এই আয়াতখানাকে উছীলা করিয়া আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের তামাম চিন্তা-ভাবনা, হাজত-যরুরতের জন্য আপনিই কাফী-যিম্মাদার ও সমাধানকারী হইয়া যান।

চতুর্থ রত্ন – ৪ নং ওযীফা :

জান-মাল, দ্বীন-ঈমান ও আওলাদ-পরিজনের হেফাযতের দোআ

সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দোআটি পাঠ করিলে ইহার বরকতে আল্লাহপাক তাহার দ্বীন-ঈমান, জান-মাল, আওলাদ-পরিজনকে হেফাযতে রাখেন এবং আমলকারীর অন্তর ইহাদের ব্যাপারে পেরেশানী ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। দোআটি এই :

بِسْمِ اللهِ عَلَى دِينِي وَنَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي

(বিছমিল্লাহি আলা দ্বীনী ওয়া-নাফছী ওয়া-ওয়ালাদী ওয়া-আহ্লী ওয়া-মালী।) (কানযুল-উম্মাল ২য় খন্ড-, ৬৩৬ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম রত্ন – ৫ নং ওযীফা :

জামে' দোআ (সর্বমুখী ভালাইর দোআ)

ইহা এমন একটি দোআ যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর নবুয়তীর ২৩ বৎসর জিন্দেগীর সমস্ত দোআই ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কারণ, হযরত আবূ-উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের সম্মুখে অনেক-অনেক দোআ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের কয়েক জনের তন্মধ্য হইতে একটি দোআও স্মরণ রহিল না। তাই, আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আপনি তো অনেক দোআ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কিছুই আমরা মনে রাখিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি দোআ শিখাইয়া দিব, যাহা আমার সমস্ত দোআর উপর পরিব্যাপ্ত, যাহা আমার যাবতীয় দোআসমূহকে অন্তর্ভুক্তকারী ? তোমরা এই দোআ পড়িও :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আছআলুকা মিন্ খইরি মা ছাআলাকা মিনহু নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মাস্তাআযা মিনহু নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া আনতাল মুস্তাআনু ওয়া আলাইকাল বালাগ, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ : আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐ সকল নেআমত ও ভালাই প্রার্থনা করি, যে সকল নেআমত ও ভালাইর জন্য তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তোমার দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আমি তোমার আশ্রয় ও পানাহ চাই ঐ সকল বিপদ ও খারাবি হইতে যে সকল বিপদ ও খারাবি হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম । ফরিয়াদ ও মিনতি শ্রবণ এবং তাহা পূরণ করা যে তোমারই কাজ। আর পাপ-কর্ম হইতে বাঁচার কোন উপায় এবং নেক-কাজ করার কোন শক্তি নাই আল্লাহপাকের সাহায্য ব্যতীত। (জাওয়াহেরুল বোখারী ৫৭২ পৃঃ)

ষষ্ঠ রত্ন – ৬ নং ওযীফা :

লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-এর আমল :

(বেহেশতের রত্নভাণ্ডার)

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন : (আবূ হুরায়রা), (লা- হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্)

বেশী-বেশী পাঠ কর। কারণ, ইহা জান্নাতের রত্নভাণ্ডার। সুদানের বাসিন্দা, সিরিয়ার মুফতী, উচ্চ মার্যদা সম্পন্ন তাবেঈ হযরত মাকহূল (রহঃ) তাঁহার নিজের উক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি '(লা-হাওলা-ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা মানজা মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি)' পাঠ করিবে, আল্লাহপাক তাহার সত্তরটি অসুবিধা দূর করিয়া দিবেন। তন্মধ্যে সব চাইতে ছোট অসুবিধা হইল অভাব অনটন বা আর্থিক দৈন্য। হযরত মোল্লা আলী কারী (রহঃ) (মেরকাত ৫ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, হযরত মাকহুলের এই বর্ণনাটি 'নাসাঈ শরীফে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর বাণী রূপে বর্ণিত আছে এবং তিনি উক্ত দোআটির নিম্নরূপ অর্থও বাতলাইয়াছেন।

পাপাচার হইতে বাঁচার কোন উপায় নাই আল্লাহপাকের সাহায্য ছাড়া এবং সৎ ও নেক কাজেরও কোন শক্তি নাই আল্লাহ্পাকের তওফীক্ ব্যতীত। এবং আল্লাহর আযাব-গযব ও রোষানল হইতে রক্ষা পাওয়ার মত কোন আশ্রয় নাই তাহারই রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত হওয়া ব্যতীত।

লা-হাওলার চারিটি ফায়দা ও ফযীলত

১- 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ কালেমাটি

আরশের নীচে অবস্থিত জান্নাতের একটি অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার। আর জান্নাতের ছাদ হইল আল্লাহপাকের আরশ। ইহা পাঠ করিলে নেক আমল ও সৎকর্মসমূহ অবলম্বন করার এবং পাপাচার হইতে বাঁচার তওফীক মিলিতে থাকে। এই অর্থেই ইহাকে জান্নাতের রত্নভাণ্ডার বলা হইয়াছে।

২- রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কীয়) নিরানব্বইটি ব্যাধির ঔষধ, যাহাদের মধ্যে সর্বাধিক হালকা ব্যাধি হইল পেরেশানী (চাই তা দুনিয়া সম্পর্কিত হউক কিংবা আখেরাত সম্পর্কিত)। (মেরকাত, ৫ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)

৩- বান্দা যখন এই কালেমা পাঠ করে, আল্লাহপাক তাহার আরশ হইতে ফেরেশতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আমার বান্দাটি আমার অনুগত ও ফরমাবরদার হইয়া গিয়াছে, এবং অবাধ্যতা ও সীমালংঘন পরিহার করিয়া দিয়াছে।

একটি হাদীছ :

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, (আবু হুরায়রাহ,) আমি কি তোমাকে এমন একটি কালেমা শিখাইয়া দিব না, যাহা আরশের নীচে অবস্থিত

বেহেশতের একটি রত্নভাণ্ডার ? তাহা হইল লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বান্দা যখন ইহা পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে বলেন

أسلم عبدي و استسلم أي انقاد و ترك العناد و فوض أمور الكائنات الى الله بأسرها

আমার বান্দাটি অবাধ্যতা বর্জন করিয়া আমার অনুগত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার সর্ব বিষয় আমার হাতে ন্যাস্ত করিয়া দিয়াছে। (মেরকাৎ ৫ম খন্ড, ১২১, ১২২ পৃষ্ঠা)

ইহা কি কম বড় নেআমত যে, বান্দা যমীনের উপর এই কালেমা পড়িতেছে, আর আল্লাহপাক তাহার আরশের উপর ফেরেশতাদের সম্মুখে তাহাকে স্মরণ করিতেছেন ?

৪- এই কালেমা শবে-মে'রাজে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ-মুস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে প্রদত্ত ওসীয়ত ও উপঢৌকন।

হাদীছ শরীফে আছে : শবে-মেরাজে নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মধ্যে সাক্ষাৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন : হে মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম), আপনি আপনার উম্মতকে বলিবেন, তাহারা যেন 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' দ্বারা 'জান্নাতের বাগান বৃদ্ধি

করিতে থাকে। (মেরকাত, ৫ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা।)

অতএব, ইহা পাঠে ইবরাহীমী ওসীয়তের উপর আমলের সৌভাগ্য ও প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হইবে এবং বেহেশতী বাগানও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

প্রিয় নবীর হাদীছের ব্যাখ্যা স্বয়ং প্রিয় নবীর মুখে:

এই হাদীসের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বয়ং নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম স্বীয় পবিত্র যবানে ইহার ব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর দরবারে লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ পাঠ করিলাম। তিনি বলিলেন, বলিতে পার ইহার অর্থ কি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। তিনি বলিলেন : "লা-হাওলা আন্ মা'ছিয়াতিল্লাহ, ওয়ালা কুওয়াতা আলা-ত্বাআতিল্লাহ্ ইল্লা বি-আওনিল্লাহ" অর্থাৎ, আল্লাহর নাফরমানী হইতে বাঁচার কোন উপায় নাই এবং তাহার বন্দেগীরও কোন শক্তি নাই তাহারই মদদ ছাড়া। (মেরকাত, ৫ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

অধম মুহাম্মদ আখতার আরয করিতেছে যে, লা হাওলা-এর মফহূম ও মর্ম নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের সহিত গভীর

সম্পর্কযুক্ত বরং উহা হইতেই গৃহীত বলিয়া মনে হয় :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

(قال في الروح أي في وقت رحمة ربي و عصمته)

অর্থ : নফস্ সর্বদা অন্যায়ের কুমন্ত্রণা দানে নিরত থাকে, কেবলমাত্র ঐ সময় ব্যতীত যখন আমার প্রতিপালকের রহমত ও হেফাযত আমার সঙ্গে থাকে।

অর্থাৎ, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত গুণাহমুক্ত থাকিতে পারে, যতক্ষণ তাহার উপর আল্লাহপাকের রহমত ও হেফাযতের ছায়া বিদ্যমান থাকে।

مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے
مضطر کی دعا سے

(মা-ইয়ুছ না হোঁ আহলে যমীঁ আপনী খাতা ছে
তাকদীর বদল জাতী হায় মোযতর কি দোআ ছে)

পাপী-তাপী বান্দা কেহ
নিরাশ যে না হয়,
তপ্ত-প্রাণের দোআর ফলে
তীরও পাল্টায়।

(গ্রন্থকার বলেন:) হে জগদ্বাসী, তোমার স্বীয় পাপরাশির দিকে তাকাইয়া নিরাশ হইয়া যাইওনা। কারণ, বান্দার ব্যথিত প্রাণের দোআর বরকতে তাহার তকদীরও বদলাইয়া যায়।

সপ্তম রত্ন – ৭ নং ওযীফা :

নেআমত, আফিয়ত বা সুখ-শান্তি লাভ ও বিপদাপদ হইতে নিরাপদ জিন্দেগীর দোআ :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই দোআ করিতেন?

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন্ যাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়া তাহাওয়ুলি আফিয়াতিকা ওয়া ফুজাআতি নির্মাতিকা ও জামীই সাখাতিকা।।

অর্থ : আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি আপনার দেওয়া নেআমতের (বদহীন) ক্ষয়-লয় ও ধ্বংস হইতে, আপনার দেওয়া আফিয়তের (সুখ-শান্তি এবং সুস্থনিরাপদ দেহ-মন ও জীবনের) অশুভ পরিবর্তন হইতে, আকস্মিক বালা-মুসীবত হইতে এবং আপনার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি হইতে। (মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ ২১৭ পৃষ্ঠা।)

এই আমলের বরকতে ধন-মান, দেহ-মন-জীবন ও দ্বীন-ঈমানের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত থাকে।

অষ্টম রত্ন – ৮ নং ওযীফা

ঋণ ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হইতে মুক্তির দোআঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহু, বহু কর (ঋণ) ও বহু দুশ্চিন্তা আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে । আঁ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দোআ শিখাইয়া দিব না, যাহা পাঠ করিলে আল্লাহপাক তোমার সকল কর পরিশোধ ও সমস্ত দুশ্চিন্তা দূরীভূত করিয়া দিবেন ? সে বলিল, জ্বী হাঁ, অবশ্যই । হুযূর বলিলেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় এই দোআ পাঠ করিবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল হাযন, ওয়া আউযু বিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাছাল, ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখল, ওয়া আউযু বিকা মিন গালাবাতি দাইনি ওয়া ক্বহরির রিজা-ল।

অর্থ : আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হইতে, আরও পানাহ চাহিতেছি অক্ষমতা ও অলসতা হইতে, আরও পানাহ চাহিতেছি ঋণের ভারে জর্জরিত হওয়া ও মানুষের চাপ-দাবের সম্মুখীনতা হইতে। (আবু দাউদ, মেশকাত, ২১৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত লোকটি বলেন, আমি যথারীতি হুযূর পুরনূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর কথা মত সকালসন্ধ্যায় ইহার আমল শুরু করিয়া দিলাম। ফলে, আল্লাহপাক আমার সমস্ত কর আদায় এবং আমাকে সর্ব প্রকার চিন্তা-পেরেশানী হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

নবম রত্ন – ৯ নং ওযীফা :

শিরকে খফী (সূক্ষ্ম শিরক) হইতে রক্ষাকারী দোআঃ

শিরকের আক্রমণ অতি গোপনে, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঘটিয়া যায়। অন্ধকার রাতে কালো-পাথরের উপর দিয়া কলো-পিপীলিকার চলাচল দৃষ্টিগোচর হওয়া কত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার ? তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মভাবে, গোপন পথে, অলক্ষ্যে, সামান্য অসাবধানতার মধ্য দিয়া মানুষের অন্তরে শিরক ঢুকিয়া পড়ে। উম্মতের বড় বড় সবল ব্যক্তিগণও এই সূক্ষ্মতর শিরক হইতে খুব কমই রক্ষা পাইয়া থাকেন। তাহা হইলে, দ্বীন-ঈমানে যাহারা দুর্বল, তাহাদের কী অবস্থা হইতে পারে? (মেরকাত, ১০ম খণ্ড, ৭০ পৃঃ)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরম-পবিত্র হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন : কালো পাথরের উপর দিয়া পিপীলিকার পদ-চলনের চেয়েও অধিকতর সূক্ষ্ম ও

গোপনভাবে আমার উম্মতের ভিতর শির্ক প্রবেশ করে।
(কানযুল উম্মাল ২য় খণ্ড, ৮১৬ পৃষ্ঠা)

এতদ্‌শ্রবণে হযরত সিদ্দীক-এ-আকবর (রাঃ) খুবই ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং আরয করিলেন

فكيف النّجاة و المخرج من ذالك

ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌, তাহা হইলে ইহা হইতে রক্ষা পাওয়া কিভাবে সম্ভব ? নাজাতের কী উপায় ? রাসূলুল্লাহ্‌ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দোআ বাতলাইয়া দিবনা যাহা পাঠ করিলে তুমি অল্প শির্ক, অধিক শির্ক, ক্ষুদ্র শির্ক, বৃহৎ শিক সর্বপ্রকার শির্ক হইতে রক্ষা পাইয়া যাইবে ?

برئت من قليله وكثيره و صغيره وكبيره

তিনি বলিলেন, জ্বীহাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, অবশ্যই বাতলাইয়া দিন। হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, তুমি এই দোআ পাঠ করিও :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা আন্‌ উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আছতাগফিরুকা লিমা-লা-আ'লাম।

অর্থ : আয় আল্লাহু! তোমার নিকট আমি একান্তভাবে পানাহ চাই জানিয়া-শুনিয়া তোমার সহিত শিরক করা হইতে। আর না জানিয়া, না বুঝিয়া শির্ক হইয়া গেলে তজ্জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

(কানযুল-উম্মাল, ২য় খন্ড, ৮১৬ পৃঃ)

ফায়দা: নিয়মিত উক্ত দোআ পাঠকারীর জন্য শিরক হইতে নাজাতের গ্যারান্টি এবং এখলাছের বিশাল দৌলত প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ রহিয়াছে।

দশম রত্ন – ১০ নং ওযীফা :

সব রকম আসমানী-যমীনি বালা-মুসীবত হইতে হেফাযতের দোআ :

হযরত আবন ইবনে-উসমান (রা.) বলেন, আমি আমার পিতার যবানে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল তিন বার করিয়া এই দোআ পাঠ করিবে, কেহই এবং কিছুই তাহার কোন রূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না। দোআ এই :

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াদুররু মাআছমিহী শাইউং ফিল্ আরদি ওয়ালা-ফিছছামা-ই ওয়া-হুওয়াছ ছামীউল আলীম।

অর্থ : আমি আল্লাহপাকের নামের উসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, যাহার নাম সঙ্গে থাকা অবস্থায় আসমান-যমীনের কোন কিছুই কোনও ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত, সবকিছু, শোনেন সবকিছু জানেন। (মেশকাত, ২০৯ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রত্যহ 'মোনাজাতে মাকবূল' নামক

কিতাবের এক-একটি মনযিল পাঠ করিলে প্রতি সাত দিনে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত দোআসমূহের অধিকাংশই পড়া হইয়া যায়। (এই কিতাবখানার বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়।)

একাদশ রত্ন -১১ নং ওযীফাঃ

সর্ব প্রকার পেরেশানী ও অশান্তি হইতে মুক্তির দোআঃ

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যে-কোন সময় যে-কোন পেরেশানী দেখিতেন, তখন তিনি এই দোআ পাঠ করিতেন

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

উচ্চারণ: ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুমু বি-রাহমাতিকা আছতাগীছু

অর্থ : হে চিরঞ্জীব, হে শক্তিধর রণাবেক্ষণকারী, তোমারই দয়ার উপর ভরসা করিয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।

শব্দার্থ ও হাইয়ুন : যিনি নিজে (অনাদি-অনন্তে জীবিত) চিরঞ্জীব এবং বাকী সকলেই তাহারই হায়াতের বরকতে হায়াত প্রাপ্ত, তাহার জীবনের কিরণ হইতে জীবনপ্রাপ্ত।।

কাইয়ূম : যিনি নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত-সুরক্ষিত এবং আপন শক্তির দ্বারা অন্য সকলের অধিষ্ঠাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। (মেরকাত, ৫ম খন্ড-, ২২১ পৃঃ)

দ্বাদশ রত্ন -১২ নং ওযীফাঃ

কঠিন বিপদ-আপদ ও শত্রুর কবল হইতে হেফাযতের দোআঃ

হযরত আবু-হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাও কঠিন বালা-মুসীবত হইতে, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ হইতে, ক্ষতিকারক ফয়সালা হইতে এবং দুশমনদের আনন্দ-উল্লাস হইতে।

অতএব, এ সকল মুসীবত হইতে হেফাযতের জন্য এইভাবে দোআ করিবে:

اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন জাহদিল বালা-ই ওয়া দারাকিশশাকা-ই ওয়া সূইল কাযা-ই ওয়া শামাতিল্ আদা-ই।

'জাহদুল-বালা' ঐ চরম-বিপদাপদকে বলে যাহার ফলে মানুষ জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে পছন্দ করে। (মেকাত ৫ম খন্ড, ২২২ পৃঃ)

ত্রয়োদশ রত্ন -১৩ নং ওযীফাঃ

আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর ওলীদের মহব্বত ও নেক আমলের তওফীক হাসিলের দোআঃ

এমন একটি দোআ যাহার বরকতে আল্লাহপাকের মহব্বত, আল্লাহর ওলীদের মহব্বত হাসিল হয়, যে সকল আমলের উসীলায় আল্লাহর মহব্বত হাসিল হয়, ঐ সকল আমলেরও তওফীক নসীব হয় এবং অন্তরে আল্লাহর মহব্বত জান্-মালের মহব্বতের চেয়ে অধিক ও গভীর হইয়া যায়। পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি যত প্রিয়, আল্লাহর মহব্বত তদপেক্ষা অধিক প্রিয় হইয়া যায়।

হযরত আবু-দারদা (রা.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী, যিনি বড় আলেম ও ফকীহ্ ছিলেন। শাম দেশে বসবাস করিতেন এবং দামেশকে ইনতেকাল করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্-সালাম আল্লাহর নিকট এইভাবে দরখাস্ত করিতেন:

اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالعمَل الَّذِي يُبَلِّغُني حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعل حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفسي، وأَهْلي، ومِن الماءِ البارِدِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাইয়ুহিব্বকা ওয়াল আমালাল্লাযী ইয়ুবাল্লিগুনী হুব্বাকা, আল্লা-হুম্মাজ্ব্আল্ হুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়্যা মিন নাফসি ওয়া আহলী ওয়া মিনাল্ মা-ইল বা-রিদ।

অর্থঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার মহব্বত চাই, আপনাকে যাহারা

মহব্বত করে তাহাদের মহব্বত চাই এবং যে-কাজ, যে-আমল আমাকে আপনার মহব্বতের দিকে লইয়া যাইবে সেই আমলের ভিক্ষা চাই। আয় আল্লাহ্, আপনার মহব্বতকে আমার নিকট আমার জান্ হইতে, আমার আওলাদ-পরিজন হইতে এবং ঠাণ্ডা পানি হইতে অধিক প্রিয় বানাইয়া দিন। (তিরমিযী, জাওয়াহেরুল-বোখারী ৫৭২ পৃঃ)

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলিতেনঃ

پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو

تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھکو ہو

পিয়াছা চাহে জ্যায়ছে আবে ছর্দ কো,

তেরী পিয়াছ উছছে ভী বঢ় কর মুঝকো হো।

আয় আল্লাহ, পিপাসার্ত মানুষ যেভাবে ঠাণ্ডা পানি তালাশ করে, তোমার পিপাসা আমার অন্তরে তাহার চাইতেও অধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দাও। পিপাসিত চাহে যেমন/প্রাণের ঠাণ্ডা পানি পিয়াস তব আরো বেশী/দাও হে মাওলা-গণী।

ফায়দাঃ এই হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহওয়ালাদের মহব্বত স্বয়ং আল্লাহর মহব্বতের মাধ্যম এবং যে সকল নেক আমলের দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যায়, আল্লাহর এশ-মহব্বত পাওয়া যায়, ইহা সেই সকল আমলেরও মাধ্যম এবং বড়ই শক্তিশালী উসীলা।

চতুর্দশ রত্ন – ১৪ নং ওযীফাঃ

ছালাতুল হাজত-এর আমলঃ

যে কোন প্রকার হাজত বা প্রয়োজন দেখা দিলে, চাই তাহার সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে হউক কিংবা মানুষের সঙ্গে, প্রথমতঃ সুন্নত মোতাবেক সুন্দর ভাবে উযূ করিবে। তারপর খুব দিল লাগাইয়া নিবিষ্ট মনে, এতমীনানের সাথে দুই রাআত নামায পড়িবে। অতঃপর আল্লাহপাকের কিছু হামদ ও ছানা (প্রশংসা) করিবে। তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ নিম্নের দোআটি কম পক্ষে একবার অথবা যত বার ইচ্ছা পাঠ করিবে। শেষে নিজের খাস্ উদ্দেশ্যের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত পেশ করিবে।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, ছুবহানাল্লাহি রাববিল আরশিল আযীম, অলহামদু লিল্লাহি রাববিল আলামীন, আছআলুকা মূজিবাতি রাহমাতিক, ওয়া-আযা-ইমা মাগফিরাতিক

ওয়াল-গানীমাতা মিন্ কুল্লি বিররিন, ওয়াচ্ছালামাতা মিং কুল্লি ইছম, লা-তাদা' লী যাম্বান ইল্লা গাফারতাহ, ওয়ালা-হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহ, ওয়ালা-হাজাতান হিয়া লাকা রিযান ইল্লা-কাযাইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, যিনি পরম সহিষ্ণু, পরম কৃপাময়। পরম পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি মহান আরশের মালিক। এবং সর্বপ্রকার সৎ ও মহৎ গুণাবলী জগতসমূহের মালিক ও লালনকর্তা আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঐ সকল জিনিসের প্রার্থনা করি যে সকল জিনিসের দ্বারা নিশ্চিতভাবে আপনার রহমত নাযিল হয়, যাহার বরকতে অবধারিতভাবে আপনার ক্ষমা নসীব হয় । এবং সর্বপ্রকার ভালাইর দৌলত ও সর্বরকম পাপাচার হইতে হেফাযত প্রার্থনা করি । হে আরহামুর রাহিমীন ! সকল মেহেরবান অপেক্ষা বড় মেহেরবান ! আমার সর্ব-রকম গুনাহ মাফ করিয়া দিন, সকল পেরেশানী দূর করিয়া দিন, আমার যত হাজত ও প্রয়োজন আছে যাহা আপনার নিকট পছন্দীয় এবং গ্রহণযোগ্য তাহা সমাধা করিয়া দিন ; আমার কোন গুনাহই ক্ষমতাহীন এবং কোন হাজত বা কোন পেরেশানীই সমাধাহীন রাখিবেন না। (তিরমিযী শরীফ ১ম খন্ড, ১০৮-১০৯ পৃঃ)

পঞ্চদশ রত্ন – ১৫ নং ওযীফাঃ

দীনের উপর অটল থাকার দোআঃ

হযরত শাহর বিন হাওশাব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উম্মে-ছালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে উম্মুল-মো-মিনীন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া ছাল্লাম যখন ঘরে অবস্থান করিতেন তখন তিনি অধিক সময় কোন্ দোআ করিতেন ? তিনি বলিলেন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দোআ করিতেন

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

উচ্চারণ: ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলুব ছাব্বিত ক্বলবী ‘আলা দীনিক।)

অর্থ : হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনি আপনার দীনের উপর অটল-অবিচল রাখুন। (তিরমিযী শরীফ, জাওয়াহেরুল-বোখারী ৫৭১ পৃষ্ঠা)

যে ব্যক্তি এই দোআ করিতে থাকিবে, ইনশা-আল্লাহ্ সে দ্বীনের উপর মযবূত থাকিবে এবং ইহার বরকতে ঈমানের সহিত মৃত্যু নসীব হইবে।

ষষ্ঠদশ রত্ন – ১৬ নং ওযীফাঃ

অন্তরে হেদায়েত লাভ ও নফছের খারাবি হইতে হেফাযতের দোআঃ

হযরত এমরান ইবনে হুছাইন (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আমার পিতা হযরত হুছাইন (রা.)-কে দুইটি বিষয়ের এই দোআ শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমার পিতা (উল্লিখিত) দোআ করিতেনঃ

اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

(আল্লাহুম্মা আলহিমনী রুশদী ওয়া আইদনী মিন শাররি নাফছী)।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হেদায়েত ঢালিয়া দিন (অর্থাৎ হেদায়েতের কথা ও বিষয়াবলী আমার অন্তরে দান করিয়া দিন) এবং আমার নফছের খারাবি হইতে অনবরত আমাকে রক্ষা করুন। (জাওয়াহেরুল-বোখারী৫৭১ পৃষ্ঠা)

সপ্তদশ রত্ন –১৭ নং ওযীফাঃ

কঠিন কঠিন রোগ হইতে হেফাযতের দোআঃ

হযরত আনাছ (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম (আল্লাহপাকের নিকট) এই দোআ করিতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনুনি ওয়াল্-জুযামি ওয়া ছায়্যিইল আছাম।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট পানাহ চাই শ্বেত-রোগ হইতে, উম্মাদগ্রস্ততা হইতে, কুষ্ঠ-রোগ হইতে এবং কঠিন-কঠিন ব্যাধিসমূহ হইতে। (আবু দাউদ শরীফ, জাওয়াহেরুল বোখারী ৫৭০ পৃঃ)

সতর্কবাণীঃ

বর্তমান এই ভয়াবহ সময়ে যখন নিত্য-নতুন ভাবে ধংসাত্মক কঠিন-কঠিন রোগ-ব্যাধি জন্ম হইয়া চলিয়াছে, খুব গুরুত্ব সহকারে এই দোআ পড়া উচিত। সেই সঙ্গে

সর্বপ্রকার পাপের কাজ হইতেও বাঁচা উচিত । কারণ, নতুন-নতুন রোগ-ব্যাধি পাপের কারণেই জন্ম নিতেছে । আর পাপাচার বর্জনের পন্থা কোন আল্লাহওয়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে । আল্লাহর ওলীদের সংসর্গের বরকতে পাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার হিম্মত পয়দা হয়, মনোবল সৃষ্টি হয়।

অষ্টাদশ রত্ন – ১৮ নং ওযীফাঃ

আল্লাহর নিকট হইতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের ব্যবস্থাকারী দোআঃ

হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আমাদের আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে এই দোআ শিক্ষা দিয়াছেনঃ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

(আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুওউন কারীমুং তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।)

অর্থ : আয় আল্লাহ ! নিশ্চয় আপনি অনেক অনেক ক্ষমাকারী, আপনি স্বার্থবিহীন-দয়াবান । আপনি ক্ষমা করিতে ভালবাসেন (ক্ষমা করা আপনার অতি প্রিয় জিনিস)। অতএব, আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন । কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম শবে-কদরে এই দোআ করিতে বলিয়াছেন । অতএব, শবে-কদরে অধিক গুরুত্বের সহিত এই দোআ করা উচিত । (জাওয়াহেরুল-বোখারী : ৫৭০)

উনবিংশতিতম রত্ন – ১৯ নং ওযীফাঃ

কবর-আযাব, দোযখ, ধন-দৌলতের খারাবি ও অভাব-অনটনের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার দোআঃ

উম্মুল-মো-মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এই বাক্যাবলীর দ্বারা দোআ করিতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ النَّارِ ومِنْ شَرِّ الغِنَى و الفَقْرِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন্ ফিতনাতিল কবর ওয়া আযা-বিন নার, ওয়া মিন শাররিল গিনা ওয়াল ফাকরি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি কবরের সংকট হইতে, দোযখের আযাব হইতে এবং ধন-সম্পদ ও অভাব-অনটনের ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, জাওয়াহেরুল-বোখারী ৫৭০ পৃষ্ঠা)

বিংশতিতম রত্ন -২০ নং ওযীফাঃ

হেদায়েত, তাকওয়া-পরহেযগারী, দুশ্চরিত্র হইতে হেফাযত ও ধন-সম্পদ লাভের দোআঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই দোআ করিয়াছেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى

(আল্লাহুম্মা ইন্নী- আছআলুকাল হুদা ওয়াতুকা ওয়া আফা-ফা ওয়াল গিনা)

অর্থ : আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট হেদায়েত, 'তাকওয়া-পরহেযগারী, দুশ্চরিত্র হইতে হেফাযত ও ধনসম্পদ প্রার্থনা করিতেছি। (জাওয়াহেরুল বোখরী ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

এস্তেকামত ও হুছনে খাতেমা অর্থাৎ ঈমানের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের ৭টি আমল

১- ঈমানের উপর কায়েম-দায়েম থাকা ও ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর অত্যন্ত বিনয় ও আন্তরিকতার সহিত এই দোআ পাঠ করিবেঃ

رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ: রব্বানা লা-তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুংকা রহমাতান ইন্নাকা আংতাল ওয়াহহাব।

অর্থঃ হে আমাদের মা'বূদ ও প্রতিপালক, তুমি যে আমাদিগকে হেদায়াত প্রাপ্ত করিয়াছ, ইহার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করিয়া দিও না এবং আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে বিশেষ রহমত দান কর। কেননা, নিশ্চয় তুমি মস্ত বড় দাতা ও নিঃস্বার্থ দাতা।

তাফসীরে রুহুল-মাআনীতে লিখিয়াছেন,

المراد بهذه الرحمة التوفيق للاستقامة على طريق الحق

এখানে বিশেষ রহমত দ্বারা দ্বীন-ঈমানের উপর, সহীহ্ রাস্তার উপর দৃঢ়তা-অবিচলতার তওফীককে বুঝানো হইয়াছে। এস্তেকামত ও হুছনে-খাতেমার (তথা ঈমানে অটলতা ও ঈমানের সহিত মৃত্যুর) জন্য কিভাবে, কী ভঙ্গীতে, কোন ভাষায় দরখাস্ত করিতে হইবে, দয়াময় আল্লাহ্ নিজেই আপন বান্দাদের জন্য সেই দরখাস্ত নাযিল করিয়াছেন।

বাদশাহ নিজেই যখন দরখাস্তের ভাষা শিখাইয়া দেন, সেই ভাষায় দরখাস্ত করিলে তাহা যে অবশ্যই কবুল হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব, ইনশাআল্লাহু, অবশ্যই এ দোআর বরকতে দ্বীনের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানের সহিত মৃত্যু নসীব হইবে।

এখানে একটি বিষয় গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। তাহা এই যে, দ্বীনের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানীমৃত্যুর দরখাস্তের মধ্যে **হাব লানা** বলিতে বলা হইয়াছে। যাহার অর্থ, আয় আল্লাহ্! এই নেআমত তুমি আমাদিগকে বিনা শর্তে দান কর। বস্তুতঃ আল্লাহপাক ইহাতে বান্দাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, দেখ, এই নেআমতদ্বয় আমার আযীমুশশান নেআমত, ইহা নিছক আমার কৃপা ও

অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহই নিজের সীমিত জীবনের সীমিত-সামান্য আমল ও ইবাদতের জোরে জাহান্নাম হইতে নাজাত ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করিতে পারে না। ইহা আমার অনুগ্রহের দান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই ইহাকে আমলের মূল্য বলিয়া কল্পনাও করিও না। দ্বীনের উপর কায়েম থাকা ও ঈমান সহকারে মৃত্যুর বদৌলতেই জান্নাত নসীব হইবে বটে, কিন্তু এই মহান নেআমতদ্বয়ের বিনিময় আদায়ের ক্ষমতা তোমাদের নাই। কারণ, ধর, আশি বৎসর হায়াতের নামায-রোযার বিনিময়ে আশি বৎসরের জান্নাত হয়তঃ আইনসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর বিনিময়ে চিরস্থায়ী জান্নাত হাসিল হওয়া, সীমিত কিছু আমলের বিনিময়ে অনন্ত-অসীম নেআমত ও পুরস্কার লাভ হওয়া কেবলমাত্র মাওলাপাকের সঙ্গে মহব্বত ও সম্পর্কের খাতিরে তাহার প্রদত্ত খালেছ দান ও নিছক দয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, তোমরা 'দান কর' বলিয়া দরখাস্ত করিও। কারণ, দানের জন্য বদল (বিনিময়) লাগে না, দান তো বদলহীন ভাবেই দেওয়া হয়। আর দানকারী তাহার 'অসীম দয়ার ভাণ্ডার' হইতে যাহা ইচ্ছা, যত ইচ্ছা দান করিতে পারেন।

এজন্যই আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলিয়াছেন, উল্লিখিত আয়াতে 'দান কর' শব্দে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, হকের উপর, দ্বীন-ঈমানের উপর দৃঢ়তা ও মজবুতির তওফীক প্রদান করা আল্লাহ্ পাকের দান ও দয়ার বিষয়মাত্র। ইহা তাহার উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নহে। এজন্যই বান্দা বলিতেছে ! ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহহাব, অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আমি যে বিশেষ রহমত চাহিতেছি, তাহা আমার আমলের বিনিময়ে নয়; বরং শুধু এজন্য যে, আপনি বড় দানশীল, বড় দয়াময়, কৃপাময়। (তাফীরে-রূহুল-মাআনী, পারা ৩, পৃঃ ৯০)

ঈমানের সহিত মৃত্যুর দ্বিতীয় আমল

২- নিম্ন বর্ণিত দোআটিকে নিয়মিত ওযীফা করিয়া নিবে এবং সর্বদা অধিক পরিমাণে পাঠ করিতে চেষ্টা করিবেঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

উচ্চারণ: ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ূমু বি-রাহমাতিকা আছতাগীছ।

অর্থঃ হে চিরঞ্জীব, যাহার বরকতে এ বিশ্ব-জগত জীবন প্রাপ্ত, হে শক্তিধর রক্ষণাবেক্ষণকারী, যাহার দয়ার উপর প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি বিন্দুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তোমারই রহমতের উসীলায় তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।

এই ইছিমদ্বয়ের ভিতর ইছমে-আযমের তাছীর ও ত্বাকত রহিয়াছে। ঈমানে দৃঢ়তা ও ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য

এবং সব রকমের বিপদ ও পেরেশানী হইতে নাজাতের জন্য ইহা অব্যর্থ তদ্বীর। নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যে কোন ধরনের বিষন্নতা, অস্থিরতা ও পেরেশানীর মুহূর্তে অধিকাংশ সময়ই এই দোআ পাঠ করিতেন। (মেশকাত শরীফ ২১৬ পৃঃ)

আসলে, নফস সর্বদাই মানুষকে পাপের কুমন্ত্রণা ও অনুপ্রেরণা যোগাতেই থাকে। হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাম-এর মত নফসে-মুতমায়িন্নার অধিকারী বান্দাগণ ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহপাকের তওফীক, হেফাযত ও রহমতের ছায়া ব্যতীত কেহই কিছুতেই ইহার জাল হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। আল্লাহ পাকের রহমতের ছায়া থাকিলে নফস একটি চুলও বাঁকা করিতে পারে না।

মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেনঃ

گر ہزاراں دام باشد بر قدم چوں تو بامائی نباشد ہیچ غم

গার হাযারা দাম বাশাদ বর কদম্
চুঁ তু বামায়ী নাবাশাদ হীচ গম।

আয় আল্লাহ, দুষ্ট-দুরাচার নফস ও শয়তান আমাদের পদে-পদে শত-শত প্রকার জালও যদি বিছাইয়া রাখে, যদি আপনার দয়া ও কৃপা আমাদের সাথে থাকে, তবে আমাদের কোন ভয় নাই, কোনই চিন্তা নাই।

যদিও মোদের পদে-পদে
জাল বিছানো শত,
সঙ্গে মোদের রইলে তুমি
চিন্তা নাহি তত।

সন্দেহ নাই যে, কোন মানুষ যদি এক নিশ্বাস, এক মুহূর্ত কালও আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, তবে তাহার সর্ব রকমের খারাবিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দাঁড়াইয়া যায়। (রুহুল-মাআনী, ১৩ পারা, ২য় পৃষ্ঠা)

ঈমানের সহিত মৃত্যুর তৃতীয় আমলঃ

মেসওয়াক করার বরকতে কালেমা নসীবঃ

বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা ইবনে-আবেদীন শামী (রহঃ) একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করিয়াছেন

صلوة بسواك افضل من سبعين صلوة بغير سواك

অর্থঃ মেসওয়াকওয়ালা উযুর দ্বারা এক রাকআত নামায, মেস্‌ওয়াক বিহীন উযূর সত্তর রাআত নামায অপেক্ষা উত্তম ও অধিক সাওয়াব। (ফাতাওয়া-শামী ১ম খন্ড-, ৮৪ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে

ومن منافعه تذكير الشهادة عند الموت

মেসওয়াকের সুন্নতের উপর আমলের বরকতে মৃত্যুর সময় কালেমায়ে-শাহাদাত স্মরণ হইয়া যায়। (শামী ১ম খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর

বর্ণনা মতে মেস্‌ওয়াক ধরিবার সুন্নত নিয়ম এই যে, ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি মেস্‌ওয়াকের নিম্নভাগের নীচে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি উহার উপরিভাগের নীচে ও বাকী আঙ্গুলসমূহ মেস্‌ওয়াকের উপরে স্থাপন করিবে। (শামী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৫)

ঈমানের সহিত মৃত্যুর ৪র্থ আমলঃ

বর্তমান ঈমানের জন্য শোকর করা

অর্থাৎ আল্লাহপাক যে আমাদিগকে ঈমান নসীব করিয়াছেন, সেজন্য প্রত্যহ উহার শোকর আদায় করা। কারণ, আল্লাহপাকের ওয়াদা রহিয়াছে যে, নেআমতের শোকর আদায় করিলে অবশ্যই তিনি নেআমত বাড়াইয়া দিবেন। অতএব, বর্তমান ঈমানের শোকর আদায় করিলে অবশ্যই ইহাতে ঈমানের মজবুতি ও উন্নতি সাধিত হইবে

ঈমানের সহিত মৃত্যুর ৫ম আমলঃ

কুদৃষ্টি হইতে হেফাযতঃ

কুদৃষ্টি হইতে হেফাযতের বিনিময়ে 'হালাওয়াতে ঈমান'-এর (অর্থাৎ ঈমানের মাধুর্যের) ওয়াদা রহিয়াছে। অন্তরে একবার এই হালাওয়াত নসীব হইয়া গেলে আর কখনও তাহা ছিনাইয়া নেওয়া হয় না। অতএব, ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের সুসংবাদও ইহাতে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হাদীসে-কুদ্‌সীতে

ফরমাইয়াছেন

ان النظر سهم من سهام ابليس مسموم من تركها مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه

অর্থঃ (আল্লাহপাক বলেনঃ) কুদৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত তীর। যে আমার ভয়ে তাহা বর্জন করিবে, ইহার বদলে আমি তাহাকে এমন ঈমান নসীব করিব যাহার মাধুর্য ও মধুরতা সে তাহার অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবে। (কানযুলউম্মাল ৫ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)

الحديث القدسي هو الحديث الذي يبينه النبي بلفظه و ينسبه الى ربه

অর্থঃহাদীসে-কুদ্সী ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাহা নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নিজের ভাষায়, কিন্তু আল্লাহর উক্তিস্বরূপ বর্ণনা করেন। (মেকাত প্রথম খণ্ড, ৯৫ পৃঃ) হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) লিখিয়াছেনঃ

وقد ورد أن حلاوة الإيمان إذا دخل قلبا لا تخرج منه أبدا.

অর্থঃ রেওয়ায়েত আছে যে, একবার যদি কাহারও অন্তরে ঈমানের মাধুর্য ও মধুরতা প্রবেশ করে তবে আর কখনও তাহা ছিনাইয়া নেওয়া হয় না। (মেকাত ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃঃ)

অতএব, ইহাতে ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণের সুসংবাদ বিদ্যমান আছে। আজকাল এই দৌলত অহরহ রাস্তা-ঘাটে বণ্টন হইতেছে। তাই সেখানে কুদৃষ্টি হইতে বিরত থাকিয়া এই দৌলত হাসিল করিতে থাকুন।

ঈমানের সহিত মৃত্যুর ষষ্ঠ আমলঃ

আযানের পরের দোআয়ে-ওয়াসীলাঃ

আযানের পর যে দোআটি পড়া হয় তাহাকে দোআয়ে-ওয়াসীলা বলে । আপনি আযানের সময় আযানের কালেমাসমূহের জওয়াব দিন । আযান শেষ হওয়ার পর প্রথমতঃ দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিম্নোক্ত দোআয়ে ওয়াসীলাটি পড়ুনঃ

اللَّهُمَّ رَبَّ هذِه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وعَدْتَهُ إنكَ لا تُخلفُ الميعادَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদু- দাওয়াতি তা-স্মাতি, ওয়াছছলা-তিল কা-ইমাতি, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াছীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াবআছহু মাকামা মাহমূদানিল্লাযী ওয়া আত্তাহু, ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীআদ।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি উক্ত নিয়মে এই দোআ পাঠ করিবে, তাহার জন্য আমার শাফাআত (সুপারিশ) ওয়াজিব হইয়া যাইবে ।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহাতে উক্ত ব্যক্তির ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের সুসংবাদ রহিয়াছে । কারণ, কোন কাফের-বেঈমান তো হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর শাফাআত

পাইবে না। তাহার শাফাআত হইবে একমাত্র ঈমানদারদের জন্য। (মেরকাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩)

উল্লেখ্য যে, এই দোআর শেষ বাক্যটি বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে, বাকী অংশ বোখারী শরীফের।

ঈমানের সহিত মৃত্যুর সপ্তম আমলঃ

আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহবত ও মহব্বতঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফের একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর জন্য আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও আল্লাহওয়ালাদের সহিত মহব্বতের বরকতে ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের আসমানী ফয়সালা হইয়া যায়।

রেওয়ায়েত -১ যাকেরীন তথা ছালেহীন ও আল্লাহর ওলীদের মর্তবা সম্পর্কে হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, এক ব্যক্তি তাহার নিজের কোন কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য ছালেহীন বা আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে যিকিরের মজলিসে বসিল। অতঃপর আল্লাহপাক যখন ফেরেশতাদের সম্মুখে ঐ সকল যাকেরীনের জন্য ক্ষমার ঘোষণা দিলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলিতে লাগিলেন, আয় আল্লাহ, অমুক ব্যক্তিটি ত নিছক নিজের কাজেই আসিয়াছিল এবং সেই সুবাদেই কিছুক্ষণ ওখানে বসিয়াছিল। উপরন্তু, সে গুণাহগারও বটে। জবাবে আল্লাহপাক ইরশাদ করিলেন:

هم القوم لا يشقى جليسهم

ইহারা আমার এমনই মাকবুল ও মাহবুব বান্দা যে, ইহাদের মজলিসে অংশগ্রহণকারীও (আমার রহমত হইতে) বঞ্চিত হয় না। আমি আমার ঐ পাপী বান্দাটিকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

বিখ্যাত মোহাদ্দেস হাফেয ইবনে-হাজার আছকালানী (রহঃ) বলেন,

ان جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله به عليهم اكراما لهم

অর্থঃ ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ পাক তাহার ওলীদিগকে যত নেআমত ও অনুগ্রহ দান করেন, তাহাদের সম্মানার্থে তাঁহাদের মজলিসে অংশ গ্রহণকারী এবং তাঁহাদের সহিত উঠা-বসাকারী বান্দাদিগকেও তিনি ঐসকল নেআমত দান করিয়া দেন। যেভাবে মহামান্য মেহমানের খাতিরে তাঁহার নগণ্য খাদেমকেও ঐ সকল সম্মানজনক খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা আপ্যায়ন করা হয় যাহা মূলতঃ ঐ মেহমানের জন্যই তৈয়ার করা হইয়া থাকে। (ফাতহুল-বারী, খন্ড-১১, পৃঃ ২১৩)

তিনি আরও বলেন,

أَنَّ الذِّكْرَ الْحَاصِلَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَعْلَى وَأَشْرَفُ مِنَ الذِّكْرِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِحُصُولِ ذِكْرِ الْآدَمِيِّينَ مَعَ كَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ وَوُجُودِ

الصَّوَارِفِ وَصُدُورِهِ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ بِخِلَافِ الْمَلَائِكَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

"মানুষের যিকির ফেরেশতাদের যিকির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। কারণ, মানুষ জগতের অসংখ্য ঝামেলা, অসংখ্য বাধা-বিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও এবং আল্লাহকে না দেখিয়াও আল্লাহর যিকির করে, স্মরণ করে, আল্লাহকে ভুলিয়া যায় না। পক্ষান্তরে, ফেরেশতাদের তো কোন ভাবনা নাই, ঝামেলা নাই, বাধা-বিপত্তি নাই। পরন্তু, তাহারা আল্লাহপাককে দেখিতেছে এবং সেই হালতে তাঁহার যিকির করিতেছে।"

হযরত মাওলানা আছ'আদুল্লাহ্ ছাহেব মুহাদ্দিছে সাহারানপুরী (রহঃ) কী মূল্যবান একটি ছন্দ বলিয়াছেন:

گر ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں

গার হাযারো শোগল হায় দিন রাত মেঁ
লেকিন আস'আদ আপ সে গাফেল নাহী।

অর্থঃ ও আয় আল্লাহ, যদিও জগতের হাজার হাজার ঝামেলার মধ্যে ডুবিয়া আছি, তবুও আপনার আস্আদ মুহূর্তের জন্যও আপনাকে ভুলিয়া যায় না।

যদিও আমি ব্যস্ত থাকি প্রভু, দিবানিশ
ভুলতে তোমায় পারিনাকো কভু এক নিমিষ।

রেওয়ায়েত -২ বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করিম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার ভিতর এ তিনটি গুণ বর্তমান থাকিবে, সে ঈমানের স্বাদ ও মাধুর্য প্রাপ্ত হইবে।

১- যাহার অন্তরে আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অন্য সব কিছু হইতে অধিক প্রিয় ও অধিক মাহবুব হইবে।

২- যে ব্যক্তি কাহাকেও একমাত্র আল্লাহর জন্য মহব্বত করিবে।

৩- 'যে ব্যক্তি ঈমান লাভের পর আবার কাফের বেঈমান হইয়া যাওয়াকে এতটা কষ্টদায়ক ও অসহনীয় বোধ করে, যেরূপ তাহার আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে কষ্টদায়ক ও অসহনীয় মনে করে।

ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহর জন্য কাহাকেও মহব্বত করা ঈমানের সহিত মৃত্যুর সৌভাগ্য লাভের জন্য একটি মস্ত বড় উপকরণ। আর ইহাও সুস্পষ্ট যে, প্রকৃতভাবে ও পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য মহব্বত একমাত্র আল্লাহ্ওয়ালাদের সঙ্গেই হইতে পারে। তাই ইহার সার্থক ও সফল পন্থা হইল, কোন আল্লাহওয়ালাকে মহব্বত করা, আল্লাহওয়ালার সহিত সম্পর্ক গড়া। (ইহার

বরকতে ঈমানের হালাওয়াত তথা ঈমানের এক অপার্থিব স্বাদ ও মাধুর্য নসীব হইয়া যাইবে।)

আর হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) লিখিয়াছেন: অন্তরে একবার ঈমানের হালাওয়াত নছীব হইয়া গেলে আর কখনও তাহা কাড়িয়া নেওয়া হয় না।

আল্লাহর জন্য মহব্বতের পাঁচটি শর্ত

কী ধরনের মহব্বতকে খালেছ আল্লাহর জন্য মহব্বত বলা যায়, হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেনঃ

لَا يُحِبُّهُ لِغَرَض وَعَرَض وَعِوَض، وَلَا يَشُوبُ مَحَبَّتَهُ حَظٌّ دُنْيَوِيٌّ وَلَا أَمْرٌ بَشَرِيٌّ

"যে মহব্বত কোন গরজে নয় (মানবিক দুর্বলতাজাত কোন মতলব চরিতার্থ করার জন্য নয়), কোন কিছুর বদলে নয়, কোন চীজ-আসবাবের নিয়তে নয়, কোনও জাগতিক স্বার্থে নয়, অথবা নিছক কোন মানবীয় বিষয়ের ভিত্তিতে নয়। (মেরকাত, ১ম খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

ঈমানী-হালাওয়াত (ঈমানের স্বাদ ও মাধুর্য) প্রাপ্তির ৫টি আলামতঃ

১-এবাদতে স্বাদ লাগে, মজা লাগে, আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ হয়।

২-সমস্ত খাহেশাত ও মনের কামনা-বাসনাকে দাবাইয়া

দিয়া আল্লাহর হুকুম ও বন্দেগীকে খাহেশাতের উপর গালেব করে, কামিয়াব করে, বিজয়ী করিয়া তোলে।

৩-আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আল্লাহকে খুশী করার জন্য সব রকমের কষ্ট-তকলীফ বরদাশত করে।

৪-সর্ব রকমের বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশের হালতে ছবরের তিক্ততা বরণ করা, মনে-মুখে আল্লাহর প্রতি কোন অসন্তোষ বা অভিযোগ না তোলা।

৫-সর্বাবস্থায়, সর্ব হালতে আল্লাহর ফয়সালার উপর খুশী থাকা, যাহাকে রেযা বিল-কাযা বলে। অন্তরে বা যবানে কোন রূপ শেকায়েত, আপত্তি, অভিযোগ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করা। (মেরকাত প্রথম খন্ড, ৭৪ পৃঃ)

মাহাছেনে ইসলামে উল্লেখিত আছে যে, আরিয়া সম্প্রদায়ের হিন্দুরা যখন হিন্দুস্তানের সমস্ত মুসলমানদিগকে ধর্মচ্যুত করিয়া হিন্দু ধর্ম গ্রহণ তথা হিন্দু বানানোর অভিযান চালাইতেছিল, যে সকল মুসলমান আল্লাহর ওলীদের সোহবত প্রাপ্ত ও তাঁহাদের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন, ঐ সময় উক্ত অভিযানকারীদিগকে ঐ সকল মুসলমানদের কাছে গিয়া চরম ভাবে হতাশ, নিরাশ ও ব্যর্থ হইতে হইয়াছে। অনুরূপ একটি অভিযান কালে কাপুরের একজন মুসলমান বলিয়াছেনঃ

اتنے جوتے سر پر لگاؤنگا، اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کی۔

উচ্চারণ: ইতনে জুতে ছার-পর লাগাউংগা, আগার ইসলাম-কে খেলাফ কোই বাত কী

অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে একটি শব্দও যদি উচ্চারণ কর তবে শত শত জুতা খাওয়ার জন্য মস্তক দুরুস্ত রাখিও। তোমাদের খবর নাই যে, আমরা তাপসকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহীর মুরীদ।

আরিয়াদের দিল্লীস্থ কেন্দ্রের রিপোর্টে তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, যে সকল মুসলমান কোন ওলীআল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তাহাদের উপর আমরা তিলমাত্র প্রভাব ফেলিতে পারি নাই, কোনক্রমেই তাহাদিগকে ঘায়েল করা সম্ভব হয় নাই। কি জ্বলন্ত সত্য বলিয়াছেন জনৈক বুযুর্গ:

ایک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

(এক যমানাহ ছোহবতে বা-আউলিয়া
বেহতর আয ছালা ত্ব-আত বে-রিয়া-)

অর্থঃ কিছু কাল কোন ওলীআল্লাহর সোহবতে অতিবাহিত করা শত বৎসরের রিয়া-মুক্ত ও এখলাছপূর্ণ এবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

কারণ, আল্লাহর ওলীদের সোহবতে বরকতে এরূপ ঈমান

ও ইয়াকীন নসীব হয় যে, মৃত্যু পর্যন্ত সেই ঈমান ও ইয়াকীন হইতে তাহার কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটে না।

আলেমে-রব্বানী, শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদে-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) উপরোক্ত ফার্সী ছন্দটির এই মর্মই বাতলাইয়াছেন যে, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের বরকতে দিলের মধ্যে এমন একটা হালত পয়দা হইয়া যায়, এমন এক দৌলত হাসিল হইয়া যায় যাহার ফলে কখনও ইসলাম হইতে বাহির হওয়ার আশংকা থাকে না। বড় বড় পাপাচারেও যদি আক্রান্ত হইয়া যায়, কিন্তু মরদূদ হয়না, ইসলামের গন্ডির বহির্ভূত হইতে পারে না। ইহার বিপরীতে, শতসহস্র বৎসরের এবাদত-আরাধনাও ইবলীসের মরদুদিয়ত ঠেকাইতে পারে নাই। বস্তুতঃ এই অর্থেই বলা হইয়াছে: "কিছু কালও কোন ওলীর সোহবতে শত বৎসরের বে-রিয়া এবাদত অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, যে জিনিস , যে গুণ, যে রূহানী শক্তি মারদিয়ত হতে হেফাযত করে, নিঃসন্দেহে তাহা সহস্র বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।' (মালফুযাতে হুসনুল-আযীয, পৃঃ ১৫)

আলহামদু লিল্লাহ, হুছনে-খাতেমার সাতটি আমলের

বয়ান পূরা হইল। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে আমলের তওফীক দান করুন। সম্মানিত পাঠকদের নিকট অধম নালায়েকের অনুরোধ, দোআ করিবেন আল্লাহপাক মেহেরবানী করিয়া এ অধমকেও যেন হুছনে-খাতেমা ও এস্তেকামত (দ্বীনের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানের সহিত মউত) নসীব করেন। আমীন !

এস্তেখারার নামায

কখনও যদি কোন কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সংশয় বা দোদুল্যমান অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, এ কাজ করিব কি করিব না, তখন এস্তেখারার নামায পড়িয়া এস্তেখারার দোআ পাঠ করিবেন । অতঃপর যাহা বা যে দিকটি অন্তরের ভিতর প্রবল ও জোরদার মনে হয় তাহাই করিবেন ।

আল্লামা শামী (রহঃ) হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এস্তেখারার নামায সাত বার পড়ার কথা লিখিয়াছেন।

হাদীস শরীফে আছে, মশওয়ারা (পরামর্শ) করিয়া কোন কাজ করিলে লজ্জা ও অনুশোচনার সম্মুখীন হইবেনা এবং আল্লাহপাকের পক্ষ হইতে ভাল-মন্দ জানিয়া লওয়ার জন্য এস্তেখারা করিয়া নিলে ব্যর্থকাম হইবেনা । এস্তেখারার মাধ্যমে নিজের পালনকর্তার নিকট হইতে

ভাল-মন্দ জানিয়া না লওয়া নিজের দুর্ভাগ্য ও বদনসীবি ব্যতীত আর কিছু নয়।

স্মরণ রাখা দরকার যে, এস্তেখারার মধ্যে কোন স্বপ্ন দেখা অথবা ডানে-বায়ে কোন রকম ফড়কানি অনুভব হওয়া আদৌ জরুরী নহে। বরং সোজা কথা এই যে, অন্তরে যাহা প্রবল মনে হয়, বস্, তাহাই করিবে। যদি কোথাও কাহারও বিবাহের পয়গাম পাঠাইতে হয় কিংবা নিজের বিবাহ করিতে হয় বা সফরে যাইতে হয় অথবা অন্য কোন কাজ করিতে হয়, তখন এস্তেখারা করিয়া নিবে, এস্তেখারা ব্যতীত করিবে না। ইনশাআল্লাহ্, তাহা হইলে কখনও কোন কাজ করিয়া পেরেশানী ও দুর্ভোগে পতিত হইবেনা।

এস্তেখারার তরীকা

দুই রাকআত নফল নামায পড়িয়া অতঃপর খুব দিল লাগাইয়া এই দোআ পড়িবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -

فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ ارضِنِي بِهِ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরতিকা ওয়া আছআলুকা মিন্ ফাদলিকাল আযীম। ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা-আ'লামু ওয়া আংতা আল্লামুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মায়াশি, ওয়া আকিবাতি আমরি ফাকদিরহু লী ওয়া ইয়াছছিরহু লী, ছুম্মা বারিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুন-লী ফী দ্বীনী, ওয়া মায়া-শী ওয়া আক্বিবাতি আমরী, ফাছরিফহু আন্নী ওয়াছরিফনী আনহু, ওয়াকদির লিয়াল খাইরা হাইছু কা-না ছুম্মা আরযিনী বিহ্।

যখন **(হাযাল্-আমর)** পড়িবে তখন উদ্দেশ্যের খেয়াল করিবে। যদি সন্দেহ-সংশয় দূর

হয় তবে সাতদিন পর্যন্ত এস্তেখারা করিতে থাকিবে। যদি বিলম্ব করা সম্ভব না হয় তবে একই সঙ্গে দুই রাকআত করিয়া ৭বার নফল নামায পড়িয়া লইবে। প্রতি দুই রাকআতের শেষে সালাম ফিরাইবে। অতঃপর উপরোল্লেখিত দোআ পাঠ করিবে ।

তওবার নামায-এর আমল

ইহাকে 'ছালাতুৎ-তাওবা বলে। শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ, কোন পাপ হইয়া গেলে দুই রাকআত নফল নামায পড়িয়া খুব কাকুতি-মিনতির সহিত আল্লাহপাকের দরবারে তওবা করিবে এবং খুব লজ্জিত-অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমার দরখাস্ত করিবে। হাদীস শরীফে আছে, তোমরা কাঁদ। কান্না না আসিলে চেহারার মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মত ভাব-ভঙ্গি পয়দা করিয়া কাঁদিতে চেষ্টা কর এবং পাক্কা নিয়ত করিবে যে, আর কখনও গুনাহ্ করিবনা । এরূপ আমল করিলে সেই গুনাহ্ পরম করুনাময়ের অপার কৃপায় মাফ হইয়া যায়।

সতর্কবাণী

শাইখুল-হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, তাম্বীহুল-গাফিলীন" নামক কিতাবে ফকীহ্ আবুল-লাইস্ (রহঃ) বলিয়াছেনঃ বেশী বেশী পরিমাণে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়িতে থাকা, আল্লাহপাকের নিকট ঈমানের হেফাযতের জন্য দোআ করিতে থাকা এবং সর্বদা গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া চলা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। কারণ, বহু লোক গুনাহের বিষাক্ত বদভ্যাসের অশুভ পরিণামে বেঈমান হইয়া গিয়াছে ।

নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর যমানায় এক যুবকের মৃত্যুর সময় তাহার মুখ দিয়া কালেমা বাহির হইতেছিল না। আঁ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন কি ব্যাপার? কি অবস্থা ? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মনে হইতেছে যেন আমার দিলের উপর তালা লাগাইয়া রাখা হইয়াছে। হুযূর জানিতে পারিলেন যে, তাহার মা তাহার প্রতি নারাজ ও অসন্তুষ্ট রহিয়াছে। কারণ, সে মাকে কষ্ট দিয়াছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তাহার মাকে ডাকিয়া বুঝাইলেন এবং বলিলেন যে, কেহ যদি তোমার ছেলেকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তবে, তুমি কি এই ছেলের জন্য কোন সুপারিশ করিবে ? সে বলিল, জ্বীহ, অবশ্যই। (মহিলা হুযূরের কথায় সবকিছু বুঝিয়া ফেলিল।) হুযূর বলিলেন, তুমি তাহাকে মাফ করিয়া দাও। মহিলা মাফ করিয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই ছেলেটির মুখ হইতে কালেমা বাহির হইল। হাদীস শরীফে আছে যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত কালেমা পাঠ করিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবেই। জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এখানে এখলাছের কি অর্থ ? হুযুর বলিলেন, কালেমা তাহাকে হারাম কার্যাবলী হইতে ফিরাইয়া রাখিবে।

শিক্ষণীয় ঘটনা

হাল যমানার একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সময় সবকিছুই বলিতে পারিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার মুখ দিয়া তওবা' বাহির হইল না । লোকটি অব্যাহত ভাবে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ছিল, কিন্তু সে তওবা করে নাই । ইহারই মর্মন্তুদ পরিণাম এই হইল যে, মৃত্যুকালে তাহার তওবা নসীব হইল না।

এক আযীমুশ শান ওযীফা
মাগফেরাত, জান্নাত, ৭০টি প্রয়োজন পূরণ
ও দুশমনের উপর জয় লাভের আমল

ইহা একটি অতি মূল্যবান ওযীফা । হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন: যখন সূরায়ে ফাতিহা, আয়াতুল-কুরছী, শাহিদাল্লাহু আন্নাহু....এবং আল্লাহুম্মা মালিকাল-মুলকি নাযিল হইতেছিল তখন ইহারা আরশকে জড়াইয়া ধরিয়া ফরিয়াদ করিয়াছিল: আয় আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে এমন এক জাতির উপর নাযিল করিতেছেন যাহারা আপনার নাফরমানীতে লিপ্ত হইবে । আল্লাহপাক ইরশাদ করিলেন,আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমার সুউচ্চ মর্যাদার কসম, যাহারা

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তোমাদিগকে তেলাওয়াত করিবে, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব, জান্নাতুল ফেরদাউসে জায়গা দিব, রোজ তাহার সত্তরটি প্রয়োজন পূরা করিয়া দিব যাহার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রয়োজন হইল মাগফেরাত (বা গুনাহের ক্ষমা)। (দাইলামী।)

কোন-কোন রেওয়ায়েতে ইহাও আছে যে, তাহাদিগকে আমি তাহাদের দুশমনের উপর বিজয়ী করিব। (তাফসীরে-রূহুল-মাআনী, পারা ৩, পৃঃ ১০৬)

আমল করার তরীকা

প্রথমতঃ আলহামদু শরীফ, তারপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (১) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (২) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (৩) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (৪) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (৫) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (৬) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (৭)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (১৮) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (১৯)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (২৬) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (২৭)

সাইয়েদুল এস্তেগফার (শ্রেষ্ঠ এস্তেগফার)

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওছ (রাঃ)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন। যে, আল্লাহপাকের দরবারে নিম্নরূপ আরুযি পেশ করা সর্বোত্তম এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك ، وَأَنا

عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْت أَعوذُبِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْت أَبوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبوءُ بِذَنْبي فَاغْفِرْ لي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আংতা রাব্বী লা-ইলা-হা ইল্লা আংতা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া-ওয়া'দিকা মাছতাত্বা'তু, আউযু বিকা মিং শাররি মা ছানা'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বিযাম্বি ফাগফির লী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আংতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনি আমার পালনকর্তা, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার সহিত কত ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর আমার সাধ্য পরিমাণ কায়েম আছি। আমি আমার সকল কৃতকর্মের অনিষ্ট ও খারাবি হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমার প্রতি আপনার দেওয়া নেআমতসমূহের কথা আমি স্বীকার করি এবং সেই সঙ্গে আমার নাফরমানীর কথাও স্বীকার করি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। কেননা, আপনি ব্যতীত ক্ষমা করার যে আর কেহই নাই।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, কেহ যদি দিনের কোন অংশে খাটি ভাবে, আন্তরিক ভাবে, ইয়াকীন সহকারে আল্লাহপাকের দরবারে উক্ত আর্যি পেশ করে এবং সেই দিনই রাত্রি শুরু হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করে, নিঃসন্দেহে সে জান্নাতবাসী হইবে।

অনুরূপভাবে, কেহ যদি রাতের কোন অংশে এই এস্তেগফার পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, নিঃসন্দেহে সে জান্নাতবাসী হইবে। (বোখারী শরীফ)

ইছমে-আযম

১- হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছিল। নামাযের পর সে এই দোআ পাঠ করিল:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আছআলুকা বিআন্না লাকাল হামদা লা-ইলা-হা ইল্লা আংতাল মান্নান, বাদীউছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরযি যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম।

হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এতদশ্রবণ করে তাঁহার সাহাবীগণকে বলিলেন, বলিতে পার, লোকটি কিরূপ দোআ পড়িল?

তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। হুযুর বলিলেন, সেই যাতের কসম যাহার হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে সে ইছমে-আযমের দ্বারা দোআ করিয়াছে যাহার সহিত দোআ করিলে দোয়া কবুল

হয় এবং যাহা কিছু প্রার্থনা করা হয় আল্লাহপাক তাহা দান করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, রূহুল মাআনী ২৭ পারা, ১১০ পৃষ্ঠা)

লক্ষণীয় যে, রাসূলে-আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কসম করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ইসমে-আ'যম।

২-একদা এক ব্যক্তি এই দোআ পাঠ করিতেছিলঃ

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আছআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আংতাল্লা-হুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাআংতাল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম্ ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার দরবারে আমার আর্যি পেশ করিতেছি এই উসীলায় যে, আমি আন্তরিকভাবে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। আপনি এমন ইলাহ যিনি এক, লা-শারীক, বে-নিয়ায, যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী, এবং যিনি কাহারও জনকও নন, জাতকও নন, পিতা-মাতাও নন, সন্তান-সন্ততিও নন এবং যাহার সমকক্ষ কোন নাই, সমতুল্য নাই।

নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই দোআ শ্রবণের পর ইরশাদ করিলেন, সেই আল্লাহর কসম যাহার

হাতে আমার জীবন, অবশ্যই সে ইছমে-আ'যম দ্বারা দোআ করিয়াছে, যাহার উসীলায় দোআ করিলে আল্লাহপাক তাহা কবুল করেন এবং যাহা কিছু প্রার্থনা করা হয়, তিনি তাহা দান করেন । (রুহুল-মাআনী ৩০ পারা, পৃষ্ঠা ২৬৭)

والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله وأصحابه أجمعين

(আলহামদু লিল্লাহি রাবিল আলামীন, ওয়াছ ছলাতু ওয়াছ ছালামু আলা ছাইয়িদিল মুরছালীন, ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন।)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

কেহ যদি কোন শক্তিশালী ভিটামিন সেবন করে, তবে তাহার উপকার লাভের জন্য অবশ্যই তাহাকে বিষ পান হইতে বিরত থাকিতে হইবে। অনুরূপভাবে, উল্লেখিত ফাযায়েল বা দোআসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ উপকারিতা তাহারাই হাসিল করিতে পারিবে যাহারা গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য যথার্থ চেষ্টা ও ফিকির করে, কখনও পদস্খলন ঘটিয়া গেলে কাল বিলম্ব না করিয়া তওবা ও এস্তেগফার করে, সংশ্লিষ্ট গুনাহ্ বর্জন করে এবং অনুতাপ অনুশোচনা ও রোদন করে। অতএব,

উল্লিখিত দোআ ও ওযীফাসমূহের দ্বারা পূর্ণমাত্রায় উপকৃত হওয়ার জন্য পাপাচার হইতে বাচিয়া থাকার জন্য যথার্থ চেষ্টা-ফিকির ও এহতেমাম করা অত্যন্ত জরুরী।

অধম মুহাম্মদ আখতার

ছালেকীনের সকাল-সন্ধ্যার মা'মূলত বা ওযীফা

ছালেক তাহারা যাহারা তরীকতভুক্ত লোক। যাহারা ছালেক নন ঐসকল মুসলমানগণও আমল করিতে পারিবেন এবং ইনশাআল্লাহ্ তাহারাও উপকার পাইবেন।

১- বিছমিল্লাহ্ সহ সূরায়ে-এখলাছ ৩ বার, সূরায়ে ফালাক ৩ বার, সূরায়ে-নাছ ৩ বার।

২- সূরায়ে তওবার শেষ আয়াত হাছবিয়াল্লাহু লাইলা-হা ইল্লা-হু (পূর্ণ) (৭বার)।

৩-আউযু বিল্লা-হিছ-ছামী-ইল আলীমি মিনাশশাইতানির রাজীম ৩ বার পাঠ করতঃ সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত (১বার)।

৪-সাইয়েদুল-এস্তেগফার (১বার)। (পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।)

بِسْمِ اللهِ عَلَى دِينِي وَنَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي-(৩ বার)

سُبحانَ اللهِ العظيمِ وبحَمدِه(৩ বার)

ফায়দাঃ এই দোআ পাঠকারীকে আল্লাহপাক অন্ধ হওয়া,

পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও প্যারালাইসিস হইতে হেফাযত করিবেন।

৭-লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ (৭ বার)।

৮-দরূদে-তুনাজ্জীনা (৩ বার)। দরূদটি এই

اللّٰهُمّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمّدٍ و عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمّدٍ صَلاَةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الأَهْوَالِ وَالآفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السّيِّئاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ছল্লি আ'লা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আ-লি সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মদ। ছলাতান তুনাজ্জীনা- বিহা- মিন্ জামীয়িল আহওয়ালি ওয়াল আ-ফা-ত। ওয়া তাকযী লানা- বিহা- জামী'আল হা-জা-ত। ওয়া তুতাহিরুনা- বিহা- মিন্ জামীয়িছ ছাইয়িয়াত। ওয়া তারফাউনা বিহা ইনদাকা আলাদ দারাজাত। ওয়া তুবাল্লিগুনা- বিহা আকছাল গায়া-তি মিন্ জামীইল খাইরা-তি ফিল্ হায়া-তি ওয়া বা'দাল মামা-ত। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদীর।

ফায়দাঃ এই দরূদ পাঠ করিলে আল্লাহ পাক তাহাকে কঠিন বিপদ হইতে হেফাযত করেন ও উদ্ধার করেন।

৯-সূরায়ে-ইউনুছের ৮১ ও ৮২ নং আয়াত (৩ বার),

(এই আমলের বরকতে ছেহের-যাদু হইতে নিরাপদ থাকে।)

আয়াত দুইটি এই

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (৮১) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (৮২)

১০-আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন্ জাহদিল বালা-ই ওয়া দারকিশ-শাকা-ই ওয়া-ছুয়িল কাযা-ই ওয়া শামাতাতিল-আদাই। (৭ বার)।

اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

১১-আল্লা-হুম্মা আলহিমনী রুশদী ওয়া-আইদনী মিনশাররি নাফছি। (৩ বার)।

১২-আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন্-উশরিকা বিকা ওয়া-আনা আ'লামু, ওয়া-আছতাগফিরুকা লিমা-লাআ'লাম। (৩ বার)

১৩-জামে দোআ (সর্বপ্রকার কল্যাণের দোআ) (১ বার)

اللهُمّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ البَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আছআলুকা মিন্ খইরি মা ছাআলাকা মিনহু নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মা ছায়ালাকা মাস্তাআযা মিনহু নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম, ওয়া আনতাল মুস্তা'আনু ওয়া আলাইকাল বালাগ, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।

১৪-(আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান নার।)

উপরোক্ত এই দোআ ফজরের পর ৭ বার ও মাগরিবের পর ৭ বার পাঠ করিলে আল্লাহপাক তাহাকে দোযখ হইতে হেফাযত করিবেন।

১৫-বিছমিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুররু মাআছমিহী (পূর্ণ)- (৩ বার)।

অতি উপকারী কতগুলি বিষয় সংযোজন

শাইখুল হাদিস-শাইখুল মাশায়েখ ওয়াল আলম আরেফ-বিল্লাহ মুফতী

শাহ আবদুল গাফফার দা.বা.

খলিফা:

শায়খুল আরব ওয়াল আযম আরেফ-বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার রহ:

বিশেষ নসিহতঃ

আল্লাহর গোলামী কিভাবে করবো?

আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন গোলাম হিসেবে আর দুনিয়া থেকে যেতে বলেছেন বন্ধু হিসেবে। গোলামী কিভাবে করবো ? আরে! আল্লাহ বলেন, তুমি দিলের দ্বারা, চোখের দ্বারা, জবানের দ্বারা, কানের দ্বারা, হাতের দ্বারা, পায়ের দ্বারা আমার গোলামী করবে। তোমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমার গোলামী করবে। যখন তুমি পরিপূর্ণভাবে আমার গোলামী করবে তখন আমি তোমাকে বন্ধুত্বের মালা পরিয়ে বন্ধু বানিয়ে নিবো। যদি তোমরা আমার বন্ধু হতে পার তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য পুরস্কার।

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤) وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(٦٥)

(অর্থঃ মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশঙ্কা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং (গুনাহ হতে) পরহেয করে থাকে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে

পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর কথায় কোন পরিবর্তন হয় না; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলো বিষন্ন না করে। সকল ইযষত-সম্মান আল্লাহরই জন্যে রয়েছে। তিনি শুনেন, জানেন।) আরে! তোমরা ভাল করে শোন, কান খুলে শোন। যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন ভয় থাকবে না। অতীতের ব্যাপারে কোন চিন্তা থাকবে না। তারা পেরেশানি মুক্ত ভয় মুক্ত। আরে! তোমরাও বন্ধু। হয়ে যাও তাহলে তোমরাও ভয় মুক্ত টেনশন মুক্ত হয়ে যাবে। ১৪. সূরা ইউনুস, আয়ত নং-৬২-৬৫

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

লক্ষণীয় যে, আমরা যদি প্রত্যহ উপরোক্ত সূরা বা তাছবীহ পাঠ করিয়া নিজের জীবিত বা মৃত পিতা-মাতা বা অন্যান্য মৃতদের জন্য ছাওয়াব বখশিশ করিয়া দেই, ইহাতে তাহারা কত বেশী উপকৃত হইবেন । হক্কানী আলেমগণ ছাওয়াব-রেছানীর যে সকল ভুল প্রথা হইতে বারণ করেন উহার বদলে আমরা আমাদের নবীকরীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর বাতলানো এসকল দামী-দামী আমল নির্দ্বিধায় করিতে পারি ।

প্রতি কদমে ১ বৎসরের নফল রোযা ও ১ বৎসরের নফল নামাযের ছাওয়াবঃ

হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে (১) নিজের পোশাকাদি ভালভাবে

ধুইবে (২) এবং গোসল করিবে (৩) আগে-আগে মসজিদে যাইবে (৪) হাটিয়া যাইবে সওয়ার হইয়া নয় (৫) ইমামের নিকটে গিয়া বসিবে (৬) মনোযোগের সহিত খোৎবা শ্রবণ করিবে (৭) কোন অহেতুক কথা হইতে বিরত থাকিবে (অতি সহজ এই ৭টি আমলের বরকতে) আল্লাহপাক তাহাকে তাহার প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বৎসরের নফল নামায ও এক বৎসরের নফল রোযার ছাওয়াব দান করিবেন। (তিরমিযী, নাছায়ী, মেশকাত ১২২ পৃষ্ঠা)

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ যে ব্যক্তি একবার সূরায়ে-ইয়াসীন পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক তাহাকে দশ বার কোআন খতম করার ছাওয়াব দান করিবেন। (তিরমিযী শরীফ, মেশকাত শরীফ ১৮৭ পৃষ্ঠা)

দরূদে-ইব্রাহীমী উত্তম নাকি দরূদে লাখী বা দরূদে তাজঃ

ধূমী-খাঁ নামক এক ব্যক্তি হযরত শাহ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহঃ)-এর নিকট মুরীদ হওয়ার পর বলিল, হযরত, আমি তো দরূদ লক্ষী (লাখী) পড়ি, আপনি কোনটা পড়িতে বলেন ? তিনি বলিলেন, ধূমী-খা, দরূদলাখী, দরূদ-তাজ এইগুলি হইল নবী-করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-

এর কোন না কোন গোলামের হাতের তৈরী, আর দরূদে-ইব্রাহীমী স্বয়ং নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর তৈরী। এখন তুমিই বল যে, গোলামের বানানো দরূদ উত্তম নাকি স্বয়ং নবীজীর বানানো দরূদ ? ধূমী-খা বলিল, হযরত, কোথায় আমার পেয়ারা নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম, আর কোথায় তাহার গোলাম , হযরত বলিলেন, ধূমী-খা, তাহা হইলে যতক্ষণ তুমি দরূদ-লাখী বা দরূদ-তাজ পড়িতে, ততক্ষণ তুমি স্বয়ং প্রিয় নবীজির দেওয়া দরূদ-শরীফ দরূদে ইব্রাহীমী পাঠ করিও। ধূমী-খাঁ খুশীতে বাগবাগ হইয়া গেল। (শাহ হাকিম মুহাম্মদ হইতে বর্ণিত)

দরূদে-ইব্রাহীমী ঐ দরূদকে বলে যাহা আমরা নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়িয়া থাকি। অর্থাৎ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ছল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা- আ-লি মুহাম্মাদিং কামা ছল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাতা 'আলা- ইব্রাহীমা ওয়া আলাআ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

সবচেয়ে ছোট্ট দরূদ শরীফঃ

হযরত আবু বুরদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের যে কোন লোক যদি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহপাক তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি উচ্চ মর্তবা দান করেন, আমলনামায় দশটি নেকী লেখেন এবং দশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (নাছায়ী শরীফ, মাআরেফুল-হাদীছ)

আমরা অন্ততঃ নিম্নে বর্ণিত সর্বাধিক ছোট্ট এই দরূদশরীফটি দ্বারাও এত বড় এই ফযীলত হাছিল করিতে পারি

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الأُمِّيِّ

ছল্লাল্লাহু আলান্-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি

আরেফ বিল্লাহ হযরত শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহঃ)এই দরূদ-শরীফ প্রত্যহ ১০০ বার পাঠ করার উপদেশ দেন।

বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের, আগুন ও সব ধরনের বিপদ হইতে নিরাপদ থাকার দোআঃ

কেহ আসিয়া হযরত আবু-দারদা (রাঃ)-কে সংবাদ দিল যে, আগুন লাগিয়া আপনার ঘর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু-দাদা একেবারে কোনরূপ উদ্বিগ্ন না হইয়া

বলিলেন, কখনও না, আল্লাহ্ পাক কিছুতেই এরূপ করিবেন না। কারণ, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর মুখে শুনিয়াছি, যে-ব্যক্তি দিনের শুরুতে এই দোআটি পাঠ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল বিপদ হইতে হেফাযতে থাকিবে, কোন বিপদই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আর সন্ধ্যায় পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকিবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাহার নিজের মধ্যে, তাহার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ও তাহার ধন-সম্পদের মধ্যে কোন বিপদ-আপদ দেখা দিবে না । আজ সকালে আমি এই দোআটি পাঠ করিয়াছি। অতএব, আমার ঘরে কিরূপে আগুন লাগিতে পারে? অতঃপর তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা যাইয়া দেখিয়া নাও। সকলের সঙ্গে তিনিও ঘটনাস্থলে পৌছিয়া দেখিলেন যে, সত্যই মহল্লায় আগুন লাগিয়াছিল এবং হযরত আবু-দারদার ঘরের চতুর্দিকের ঘরসমূহ পুড়িয়া গিয়াছে, অথচ মধ্যস্থলে তাহার ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাপদ রহিয়াছে । দোআটি এই,

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী, লা-ইলাহা ইল্লাআনতা ‘আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আন্তা রাব্দুল আরশিল আযীম। মা-শা-আল্লাহু কা-না, ওয়া মালাম্ ইয়াশা’ লাম-ইয়াকুন, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল আলিয়্যিল-আযীম। আ’লামু আন্নাল্লা-হা আলা-কুল্লি শাইইন কাদীর, ওয়া-আন্নাল্লা-হা কাদ আহা-ত্বা বিকুল্লি শাইইন ইলমা।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আপনি আমার রব, আপনি আমার পালনকর্তা। আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা। আপনি আরশে আযীমের মালিক। আল্লাহ যা চান, তা হয়। আর তিনি যা চান না, তা হয় না। মহীয়ান্-গরীয়ান আল্লাহপাকের সাহায্য ব্যতীত না গুনাহ হইতে বাঁচার কোন উপায় আছে, আর না এবাদত করার কোন শক্তি আছে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহপাক সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তাহার জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। (উছুওয়ায়ে রাসূলে-আরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, ৩১১ পৃষ্ঠা।)

জাহান্নাম হইতে মুক্তির দোআঃ

হযরত মুসলিম তামীমী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাকে চুপে-চুপে ফরমাইয়াছেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায শেষ কর তখন কাহারও সহিত কথা বলার আগেই, সাত বার এই দোআ পাঠ করিও-اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ (আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান্ নার)।

যদি তুমি তাহা পাঠ কর, আর ঐ রাত্রেই তোমার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তোমার জন্য জাহান্নাম হইতে 'মুক্তি' লিখিয়া দেওয়া হইব। ফজরের নামাযের পরও যদি অনুরূপ (কাহারও সহিত কথা বলার আগেই) এই দোআ পাঠ কর, আর ঐ দিনই তোমার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তোমার জন্য জাহান্নাম হইতে মুক্তি' লিখিয়া দেওয়া হইবে। (আবু দাউদ শরীফ, মেশকাত শরীফ ২১০ পৃষ্ঠা)

যেই দোআর ছাওয়াব এক হাজার দিন পর্যন্ত লেখা হয়ঃ

হযরত ইবনে-আব্বাছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন:

যে ব্যক্তি (একবার) এই দোআ পাঠ করিবে, ইহার ছাওয়াব সত্তর (৭০) জন ফেরেশতাকে এক হাজার দিন পর্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত করিয়া দিবে। অর্থাৎ এক হাজার দিন পর্যন্ত লাগাতার উহার ছাওয়াব লিখিতে লিখিতে তাহারা ক্লান্ত হইয়া যান। দোআটি এই-

جَزَى اللهُ عَنَّاسَيِّدِنَا مُحَمَّدًاﷺ مَا هُوَ أَهْلُهْ

(জাযাল্লা-হু আন্না সাইয়িদানা মুহাম্মাদাম্ মা হুওয়া আহলুহু।)

(তাবরানী, তারগীব ও তারহীব, ফাযায়েলে দরূদ ৪৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাদিগকে আমল করার তওফীক দান করুন।

সমাপ্ত

আখতার প্রকাশনী

ধামরাই, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২৮৩০৬৮৫, ০১৯১১৮১৩৮৩৬

প্রকাশনায়

পরিবেশনায়

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
০১৯৩৫ ২৮৯ ৮৩২

পুনরায় প্রকাশন
০১৪ ০১২ ০১২ ৪৩

আসহাব পাবলিকেশন
ashabpublication@gmail.com

৬৫/১ প্যারিদাস রোড, কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০